ইরানে ইসরায়েলের হামলা নিয়ে সৌদি যুবরাজের হুঁশিয়ারি

সারে-জমিন

আল-আমীন মিশনের খলতপুর ক্যাম্পাসে সিরাতুন্নবী সা.

রূপসী বাংলা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়: একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঠিক কেমন?

সম্পাদকীয়

বেহাল রাস্তা, সংস্কারের দাবিতে পঞ্চায়েত ঘেরাও

সাধারণ

হেরে চলেছে মহমেডান, প্রবল চাপে কোচ চেরনিশভ

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
১২ নভেম্বর, ২০২৪
২৭ কার্তিক ১৪৩১
৯ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 305 ■ Daily APONZONE ■ 12 November 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

৫১তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ সঞ্জীব খান্নার

আপনজন ডেস্ক: ভারতের ৫১তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন সঞ্জীব খান্না। আজ সোমবার সকালে তিনি শপথ নেন। গতকাল রোববার ভারতের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসরে যান ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। আজ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন ৬৪ বছর বয়সী সঞ্জীব খান্না। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে আজ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্জীব খান্নাকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ভারতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে ছয় মাস দায়িত্ব পালন করবেন সঞ্জীব খান্না। আগামী বছরের ১৩ মে তার অবসরে যাওয়ার কথা। তার বাবা দেব রাজ খান্না দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। ২০০৫ সালে দিল্লি হাইকোর্টে বিচারপতি হিসেবে যোগ দেন সঞ্জীব খান্না। ২০১৯ সালে তিনি ভারতের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হন। বিচারপতি সঞ্জীব খান্না প্রধান বিচারপতি হিসাবে তার প্রথম দিনে ৪৫ টি মামলার শুনানি করেছেন।

৬টি উপনির্বাচনেই বিজেপিকে হারানোর আর্জি মমতার

আপনজন ডেস্ক: দার্জিলিং সফরে কলকাতা থেকে রওনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দুপুরে দার্জিলিং রওনা দেওয়ার আগেই কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অন্য রাজ্যের নির্বাচন নিয়ে আমি কিছু বলব না। তবে চাইব সাধারণ মানুষ বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিক। উপনির্বাচন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,বাই ইলেকশন আছে । ৬ 'টা বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন আছে। কোচবিহারের সিতাই , আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট , বাঁকুড়ার তাল ড্যাংরা , উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া , নৈহাটি ও মেদিনীপুরে। এই ছ' টি কেন্দ্রে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করব তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার জন্য। তৃণমূল কংগ্রেস ৩৬৫ দিন সাধারণ মানুষের পাশে থাকে। তাই রাজ্যের শাসক দলকে ভোট দেওয়ার আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরো বলেন, আমি চাই, দার্জিলিং ভালো থাকুক। তরাই ,ডুয়ার্স ভালো থাকুক। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,অন্য রাজ্যের নির্বাচনী ক্ষেত্রে আমি কিছু বলবো না। তবে চাইবো সাধারণ মানুষ বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট করুক। তিনি বলেন আমি

দার্জিলিং যাচ্ছি , সোমবার রাতের মধ্যে পৌঁছে যাব। মঙ্গল এবং বুধবার কাজ আছে। ১৫ তারিখ শুক্রবার আমি ফেরত আসব কলকাতায়। রাজ্যের একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার থেকেই শুরু হতে চলেছে তাঁর সফর। প্রথমেই এদিন রাতে মুখ্যমন্ত্রীর দার্জিলিং যাবেন। সেখানে থেকেই ১৩ তারিখ সরস মেলা উদ্বোধন করবেন মমতা। বলা বাহুল্য, এই প্রথমবার টানা ১১ দিন ধরে দার্জিলিংয়ে চলবে এই মেলা। মুখ্যমন্ত্রীর এবারের সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন হল ১২ নভেম্বর। কারণ, ওই দিন তিনি জিটিএ এবং পাহাড়ের বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের সঙ্গে বৈঠক করবেন। শুধু তাই নয়, দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা প্রশাসনের সঙ্গেও বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। দু' দিন দার্জিলিংয়ে থাকার পর কর্মসূচি সেরে ১৪ তারিখ বৃহস্পতিবার তিনি শিলিগুড়িতে ফিরবেন । সেখানেও হবে প্রশাসনিক বৈঠক। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর ঘিরে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি । খুশি পাহাড়বাসী। ১৫ নভেম্বর শুক্রবার কলকাতায় ফিরেই রাজারহাটের আদিবাসী ভবনে বীরসা মুন্ডার ১৫০ তম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যাবেন মমতা। চলতি বছর সার্ধ শতবর্ষ উপলক্ষে ১৫ থেকে ২১ নভেম্বর, সাতদিন ধরে রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় পালিত হবে বীরসা মুন্ডার জন্মদিন। বলা বাহুল্য, এবারের মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড় সফর বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ মাদারিহাট ও সিতাইয়ে উপনির্বাচন রয়েছে।

এয়ার ইন্ডিয়া বিমানে হালাল খাবার দেবে না হিন্দু ও শিখ যাত্রীদের

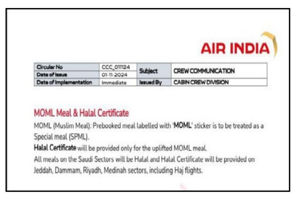

AIR INDIA

Circular No	CCC_011124	Subject	CREW COMMUNICATION
Date of Issue	01-11-2024		
Date of Implementation	Immediate	Issued By	CABIN CREW DIVISION

MOML Meal & Halal Certificate

MOML (Muslim Meal): Prebooked meal labelled with 'MOML' sticker is to be treated as a Special meal (SPML).
Halal Certificate will be provided only for the uplifted MOML meal.
All meals on the Saudi Sectors will be Halal and Halal Certificate will be provided on Jeddah, Dammam, Riyadh, Medinah sectors, including Haj flights.

আপনজন ডেস্ক: হালাল' ও 'ঝাটকা' খাবার নিয়ে বিতর্কে বড় পদক্ষেপ নিল এয়ার ইন্ডিয়া। টাটা গ্রুপের মালিকানাধীন কোম্পানি বলেছে যে তারা আর ফ্লাইটে হিন্দু ও শিখদের 'হালাল' খাবার পরিবেশন করবে না। এছাড়াও, 'মুসলিম মিল' এখন 'স্পেশাল মিল' নামে পরিচিত হবে। বিশেষ মিল মানে হালাল প্রত্যয়িত খাবার। উল্লেখ্য, কিছুক্ষণ আগে ফ্লাইটের খাবারের নাম 'মুসলিম মিল' হওয়ায় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এয়ার ইন্ডিয়া লিখেছে,'**এমওএমএল (মুসলিম খাবার):** 'এমওএমএল' স্টিকার লেবেলযুক্ত প্রিবুকিং করা খাবারকে একটি বিশেষ খাবার (এসপিএমএল) হিসাবে বিবেচনা করা হবে। হালাল সার্টিফিকেট শুধুমাত্র উন্নত এমওএমএল খাবারের জন্য সরবরাহ করা হবে। সৌদি খাতের সকল খাবার হালাল হবে। হজ ফ্লাইটসহ জেদ্দা, দাম্মাম, রিয়াদ, মদিনা সেক্টরে হালাল সনদ দেওয়া হবে। এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত রবিবার ঘোষণা করে জানায়, খাবার পরিষেবা নীতিতে একটি বড় পরিবর্তন নিয়ে আসছে যাত্রীদের পছন্দমাফিক।

অবশেষে জেপিসির কলকাতা, পাটনা, লখনউ সফর বাতিল

আপনজন ডেস্ক: অবশেষে ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ সম্পর্কিত যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) কলকাতা, পাটনা, লখনউ সফর বাতিল হল। যদিও বিরোধী দলের সদস্যরা ৯ নভেম্বর শুরু হওয়া সফরের দ্বিতীয় পর্ব বয়কট করেছেন, যা ১৪ নভেম্বর শেষ হওয়ার কথা ছিল। শনিবার গুয়াহাটিতে এবং সোমবার ভুবনেশ্বরে জেপিসির বৈঠক হয়। অবশ্য, জেপিসির সফর বাতিল নিয়ে জেপিসি-র চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল বলেছেন, আমার অনেক সহকর্মী আমাদের জানিয়েছেন যে তারা মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডের রাজ্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এছাড়া অনেক রাজ্যে উপনির্বাচন হচ্ছে।। তাই তাঁরা বৈঠকে যোগ দিতে পারেননি। তাদের অনুরোধে আমি স্টাডি ট্যুর পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিনি বলেন, কলকাতা, পাটনা ও লখনউয়ের স্টাডি ট্যুরের সময়সূচি পরিবর্তন করা হবে। তিনি বলেন, 'আমরা চাই প্যানেলের সব সদস্য আলোচনায় অংশ নেবেন। তিনি বলেন, সোমবার ভুবনেশ্বরে এবং দু'দিন আগে গুয়াহাটিতে জেপিসির বৈঠক 'অত্যন্ত সফল' বৈঠক হয়েছে। এদিন ওড়িশা সরকার, রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশন, রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের প্রতিনিধি, প্রবীণ আইনজীবী, সমাজকর্মী এবং রাজ্যের অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আট ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আলোচনা করে জেপিসি। স্টেকহোল্ডাররা প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ সম্পর্কে তাদের মতামত দিয়েছেন। আমাদের যৌথ সংসদীয় কমিটি তাদের মতামত খতিয়ে দেখবে এবং এর বিষয়বস্তু তাদের প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করবে। বৈঠকে বিরোধী দলের সদস্যদের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, কেউ যোগ দিল কি যোগ দিল না, তাতে কিছু যায় আসে না।

আল্লাহর সম্পত্তি বিক্রি করতে চাইছে কেন্দ্র: ফিরহাদ

আপনজন ডেস্ক: আল্লাহর সম্পত্তিকে নির্দিষ্ট শিল্পপতিদের বিক্রি করে দিতে চাইছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। দেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মওলানা আবুল কালাম আজাদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতা পৌর সংস্থায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানোর পর একথা বলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। উপস্থিত ছিলেন মেয়র পারিষদ (উদ্যান) দেবাশীষ কুমার, অসীম বসু ও স্থানীয় কাউন্সিলর প্রিয়াঙ্কা সাহা।

সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেন, পয়সা নেই বলে কেন্দ্রীয় সরকার রেল ও এয়ার ইন্ডিয়ার মতো ওয়াকফ সম্পত্তিও বেচে দিতে চাইছে। কেন্দ্র ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে এত লাফাচ্ছে। মোদির বন্ধুর হয়তো মুম্বই বা কোনও প্রাইম জায়গায় জমিতে চোখ পড়েছে। তাই এখন যে করে হোক, ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রি করতে হবে। আর তাদের কাছেই বিক্রি করবে, যারা বন্ধু ব্যবসায়ী আছে। যে ব্যবসায়ীদের প্রগ্রেস হয়েছে। দেশের মানুষের তো প্রগ্রেস হয়নি। কেন্দ্রের পয়সা নেই। তাই সব বিক্রি করতে চায়। রেল, বিমান বিক্রি করেছে, এবার ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রি করবে।

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

আশ শিফা হসপিটাল

ASHSHEEFA HOSPITAL

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM (3 Years)

কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে

ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

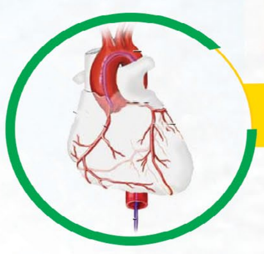

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর

ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত

MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

তৃণমূল কর্মীর পুকুরে বিষ দেওয়ার অভিযোগ

আসিফা লস্কর ● কুলপি

আপনজন: কুলপি ব্লকের কামারচক অঞ্চলে রাম স্মরণপুরের দুই তৃণমূল কর্মীর দুটি মাছের পুকুরে বিষ দেয়ার অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। কয়েক হাজার টাকার মাছ নষ্ট। দুটি পুকুরের মালিক হলেন রামসরনপুরের বাসিন্দা জলিল মোল্লা ও খলিল মোল্লা। আজ সকালে জলিল মোল্লা ও খলিল মোল্লা পুকুরের দিকে গিয়ে দেখেন পুকুরে চারিদিকে মাছ মরে ভেসে উঠেছে। তারপর পুকুরের জল তুলে নাকে শুকিয়ে দেখে তীব্র গন্ধ। তাদের অনুমান পুকুরে বিষ দেওয়ার ফলে মাছগুলো মরে গেছে। পুকুরের মালিকের অভিযোগ রাজীতনীতির প্রতিহিংসা বসত তাদের পুকুরে বিষ দেওয়া হয়েছে। তাদের অভিযোগের তীর আইএসএফের দিকে। এই বুথে তাদেরকে চাইতে হারিয়ে এসে জয়লাভ করেছিল। লোকসভায় পুনরায় তাদের হারানো জমির তৃণমূল উদ্ধার করে তারপর থেকে তারা আইএসএফের কুনজরে এই ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা।

নবাবপুরে ক্বেরাত, গজল অনুষ্ঠান

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: চন্ডীতলা থানার অন্তর্গত নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে নবাবপুর পশ্চিম পাড়ায় অনুষ্ঠিত হলো কেরাত গজল এছাড়া ইসলামিক কুইজ। বাদ ইশা কোরআন হাদিসের আলোকপাত করেন পীরজাদাগণ। এছাড়া অন্যান্য আলেম এবং নবাবপুর পশ্চিম পশ্চিম পাড়ার মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা ইফাজ উদ্দিন ও অন্যান্য আলেমগণ। প্রসঙ্গত নবাবপুর পশ্চিম পাড়ার জলসা কমিটির সেক্রেটারি হেলাল উদ্দিন মল্লিক এবং সভাপতি মনসুর আলী হিসাব রক্ষক শেখ রায়হান আলী শেখ সাইফুল্লাহ জানান, পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করলো এই ইসলামী জলসা। আরো জানালেন কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কচিকাঁচাদের থেকে বড়দের নজর কাড়ে এলাকাবাসীর। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন শেখ নইমুদ্দিন জামিরুল এবং ইফাজ উদ্দিন উদ্দিন ও আফসারউদ্দিন প্রমুখ।

ক্যানিং হাসপাতালে পানীয় জলের সঙ্কট, উদাসীন কর্তৃপক্ষ

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: সুন্দরবনের বৃহত্তম ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল। যেখানে প্রতিদিনই জেলার ক্যানিং ১, ক্যানিং ২,বাসন্তী,গোসাবা,জীবন তলা,বারুইপুর,জয়নগর,কুলতলি সহ উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া,মিনাখাঁ,সন্দেশখালি সহ বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজর মানুষ চিকিৎসা পরিষেবার জন্য আসে।ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে দুটি বিভাগ রয়েছে।দুটি বিভাগের মধ্যে মাতৃমা বিল্ডিং এর সামনে পানীয় জলের একটি ট্যাপ রয়েছে। সেখানে পানীয় জল থাকলেও পুরাতন বিল্ডিংয়ের জরুরী বিভাগ বর্হিঃবিভাগ সংলগ্ন পানীয় জলের ট্যাপ এমনকি টিউবওয়েল দীর্ঘদিন যাবত অকেজো হয়ে রয়েছে। সাধারণ রোগী ও তাদের পরিবার পরিজনদের অভিযোগ হাসপাতালে কল আছে জল নেই,কর্তৃপক্ষ উদাস। যার ফলে দীর্ঘদিন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পানীয় জলের সংস্কট চলছে। রোগীর পরিবার পরিজনদের আরো অভিযোগ প্রয়োজন এবং তেষ্টা মেটাতে প্রতিদিনই শতাধিক টাকার পানীয়জল কিনতে হয়।অনেক সময় সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আউটডোরে লাইনে দাঁড়াতে। জল তেষ্টা পেলে কিনে আনতে হয়। মহকুমা হাসপাতালে পানীয় জল সঙ্কট প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জয়নগর সাংগঠনিক জেলার বস্তি উন্নয়ন সমিতির কনভেনার সমীর মন্ডল জানিয়েছেন, প্রতিদিনই একজন রোগীর তিন থেকে সাড়ে তিন লিটার জল প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মেটাতে রোগীর পরিবার পরিজনদের গাঁটের কড়ি খরচ করতে হয়।যিনি সুপার রয়েছেন তিনি নিরব। সম্ভবত গ্রামের মানুষদের প্রতি তাঁর অবহেলা।' ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ পার্থসারথী কয়াল জানিয়েছেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্যা সমাধান করার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।'

বিজেপির বহু বিধায়কের সংযোগ অভিষেকের সঙ্গে: ফিরহাদ হাকিম

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বিধানসভা ভোটে বিজেপি ৭৭ টি আসনে জিতেছিল, তার মধ্যে অর্ধেক পালিয়ে গেছে। এখন শুভেন্দুর সঙ্গে বোধহয় ৫০-৬০ টা বিধায়ক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যেও অনেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করছে' বিস্ফোরক দাবি কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তালডাংরা বিধানসভা উপ নির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থী ফাল্গুনী সিংহবাবুর সমর্থণে রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় ইন্দপুরের গৌউরবাজারে এক সভায় বক্তব্য রাখছিলেন তিনি। একই সঙ্গে ফিরহাদ ওই প্রসঙ্গে আরও বলেন, অভিষেক ওই সব বিধায়কদের পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছে এখন গেট বন্ধ, নেওয়া যাবে না। একই সঙ্গে ফিরহাদ হাকিম এদিন বিজেপির 'মদতদাতা' হিসেবে সিপিআইএম-কংগ্রেস' দাবি করে বলেন, কংগ্রেসের দিল্লির নেতারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাথে আছি' বললেও এরাজ্যের 'ছাগলের তৃতীয় বাচ্ছা'রা চেঁচাচ্ছে। যে অধীর নিজের বহরমপুরে জিততে পারেনি, সে নাকি বাংলা সামলাবে। এছাড়াও সিপিআইএম-বঙ্গ কংগ্রেস 'মীরজাফরে'র ভূমিকা পালন করছে বলেও বলেও তিনি দাবি করেন। ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্যে উঠে আসে আর.জি কর প্রসঙ্গও। তিনি বলেন, ওই ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ এক জনকে গ্রেফতার করেছিল, হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত করছে। সিবিআই নতুন করে একজনকেও গ্রেফতার করতে পারেনি!

সাগর পাড়া হাসপাতালে বাম যুব সংগঠনের বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরপাড়া এরিয়া কমিটির ডিওয়াইএফআই-এর নেতৃত্বে দশ দফা দাবি নিয়ে সাগর পাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দিলেন রবিবার বিকেল। ডেপুটেশন ঘিরে মোতায়ন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী।দাবি গুল হল: সাগরপাড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৫০ থেকে ৬০টা বেডের ব্যবস্থা করতে হবে, পর্যাপ্ত পরিমাণ নার্স ও ডাক্তার নিয়োগ করতে হবে, ডেঙ্গুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে, হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং হসপিটালে লাইট লাগাতে হবে, অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়ার লিস্ট হসপিটালে সামনে লাগাতে হবে, হসপিটাল চত্বরে ডাক্তারদের চেম্বার করা যাবে না, সহ একাধিক দাবি ছিল এদিন। এদিন ডেপুটেশন জমা দেওয়ার পর হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার জয়দীপ চৌধুরী জানান আমরা যথাযথ চেষ্টা করব, এবং এতে আমাদেরও সমস্যা হয়,বিষয়টা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা দের জানাবো। যদিও এদিনের ডেপুটেশন জমা দিয়ে সাংবাদিকদের বলেন আগামী ১৫ দিন সময় শিমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে যদি তার মধ্য আমাদের দাবি গুলো পূরণ না হয় তাহলে এই থেকে আরো বড় আন্দোলনে পথে নামবো আমরা বাম যুব সংগঠন।
এদিনের ডেপুটেশনে ছিলেন ডিওয়াইএফআই জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মাঈনউদ্দিন আহামেদ ও হীরক দে,সাগর পাড়া লোকাল কমিটির সম্পাদক মঞ্জুর হোসেন।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন লোকাল কমিটির সদস্য গণ।

আল-আমীন মিশনের খলতপুর ক্যাম্পাসে সিরাতুন্নবী সা. ও কৃতী সংবর্ধনায় মিলন মেলা

ভাষণ দিচ্ছেন আল আমীনের সুপারভাইজার সেখ মারুফ আজম। রয়েছেন কাজী খলিল উল্লাহ, মাওলানা মনজুর আলম, সৌমেন গাঙ্গুলি, সেখ নুরুল আলম ও সেখ সাবির আলি (ডান দিক থেকে)।

বক্তব্য রাখছেন আল আমীন মিশনের সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● খলতপুর

আপনজন: রাসূল সা.-এর আর এক নাম আল আমীন। সেই নামেই হাওড়ার খলতপুরে গড়ে উঠেছে আল-আমীন মিশনের মূল ক্যাম্পাস। সেই খলতপুর ক্যাম্পাসে ৯ ও ১০ নভেম্বর মহানবী সা.-এর জীবনচরিত আলোচনার পাশাপাশি, কেরাত, গজল, আজান, বক্তব্য ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গে ছিল মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও নিট পরীক্ষায় খলতপুর ক্যাম্পাসের কৃতীদের সংবর্ধনা। কয়েকজন উজ্জ্বল প্রাক্তনীদেরও সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।
প্রথম দিন মিশনের দুই ছাত্রের কুরআন তেলাওয়াত ও তার তর্জমার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ ঘটে। আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন মিশনের সুপারভাইজার সেখ মারুফ আজম-সহ মিশনের আধিকারিকগণ। প্রারম্ভিক বক্তব্যে এম নুরুল ইসলাম মহানবী সা.-এর জীবনকথা ও আদর্শ অনুশীলনে সাফল্যের পথ সহজ হয় বলে মন্তব্য করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমাদের জীবনের যে অভিজ্ঞতা, নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা, যে উপলব্ধি অর্জন করেছি তার নির্যাসই আমরা তোমাদের দিতে পারি। উল্লেখ্য, এর পর এম নুরুল ইসলাম মিশনের অন্য শাখায় পুনর্মিলন উৎসবে যোগ দিতে রওনা দেন। সুপারভাইজার সেখ মারুফ আজম তাঁর আলোচনায় ধার্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ধার্মিকতা বাদ দিয়ে কেবলই বিজ্ঞানের ওপর ভর করে পূর্নাঙ্গ মানুষ হওয়া যায় না। নিটে সফলদের উদ্দেশ্যে বলেন, মানুষের সেবার জন্য মানুষের পাশে থেকে মানবিক চিকিৎসক হওয়ার সাথে সাথে বড়ো মাপের মানুষও হতে হবে।
সিরাতুন্নাবী সা. বিষয়ে এবছরের একমাত্র আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামি পণ্ডিত ও আলিয়া মাদ্রাসার ভূতপূর্ব শিক্ষক মাওলানা মনজুর আলম। দ্বিতীয় দিন সকালে গার্লস ক্যাম্পাসের আলোচনায় তিনি মাতৃজাতির গুরুত্ব বিষয়ে বলেন, তাদের সম্মান দেওয়ার প্রশ্নে আমরা ব্যর্থ। এক্ষেত্রে কন্যার প্রতি পিতা হিসেবে নবীর ভালোবাসা আমরা ভুলে গেছি। নবীচরিত বারবার পড়তে হবে আমাদের। নবীচরিত পড়লে আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম তিনি কেবলই মুসলমানদের নবী নন, ধর্ম বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের নবী। হারাম জিনিষকে বর্জন, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচার, নিজ ও অপরের জন্যে একই জিনিস পচ্ছন্দ করা, জিহ্বাকে সংযত রাখা ও অট্টহাসি না-করা প্রভৃতি সবকিছুই ঈমানের অংশ। বয়েজ ক্যাম্পাসে তিনি শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে কোরআন, হাদিসের আলোকে বক্তব্য রাখেন। ইকরা শব্দের অনন্যতা নিয়ে তিনি বলেন মানুষের জীবনের প্রথম ও শেষ কাজ পড়াশোনা করা। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আমেরিকার তৃতীয় রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারশন, মহারাষ্ট্রের অষ্টম মুখ্যমন্ত্রী আবদুর রহমান আন্তুলে প্রমুখের উল্লেখ করেন শিক্ষাগ্রহণের মহত্ব বোঝাতে। তিনি জোর দিয়েই বলেন, মহানবী সা. জগৎগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। মোটিভেশন্যাল বক্তা আবেদিন হক আদি ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রানিত ও উদ্বুদ্ধ করতে পড়াশোনার জন্যে জরুরি পদ্ধতি অনুসরণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।
এছাড়া একঘেয়েমি কাটাতে ও মনঃসংযোগ বাড়ানোর প্রক্রিয়া বিষয়ে তিনি উৎসাহিত করেন। বিকেলের পর্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন উদয়নারায়ণপুর থানার ওসি সৌমেন গাঙ্গুলি এবং কাজী খলিল উল্লাহ, ট্রেজারি অফিসার, উলুবেড়িয়া। উভয় অতিথিই তাদের বক্তব্যে শিক্ষা প্রসারে আল-আমীনের গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের প্রশংশা করেন। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে মিশনের তিনজন উজ্জ্বল প্রাক্তনী জাহাঙ্গীর মল্লিক (জেনারেল ম্যানেজার, ডব্লিউবিএমডিএফসি), ডা. বিলকিস খাতুন (উদয়নারায়ণপুর স্টেট জেনারেল হসপিটাল) এবং ডা. মুজিবর রহমান (চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল, মালদা)-কে সম্মানিত করা হয়। তাঁদের উপস্থিতি ও বক্তব্যে পড়ুয়াদের উৎসাহ বেড়ে হয়ে যায়। প্রথম দিন থেকে বিভিন্ন পর্বে উপস্থিত অতিথিদের হাত দিয়ে মিশনের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধিত করা হয়। জানা গেল, এবছর নিটে সফল মিশনের মোট ১০ জন ছাত্র-ছাত্রী দেশের বিভিন্ন এইমস-এ ভর্তির সুযোগ পেয়েছে যার মধ্যে ৮ জনই খলতপুর ক্যাম্পাসের। মিশনের বয়েজ ও গার্লস ক্যাম্পাসে আলাদা আলাদা অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও অভিভাবক-অভিভাবিকা, মিশনের শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল দেখার মতো। শিক্ষা ও অফিসিয়াল কর্মের বাইরের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারী কর্মীদের অনুষ্ঠানে মিশনের তরফে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে উপস্থিত ছিলেন মহম্মদ আলমগীর বিশ্বাস, সেখ নুরুল আলম, নাসিমা পারভিন প্রমুখ আধিকারিক ও খলতপুর হাই মাদ্রাসার শিক্ষক সেখ সাবির আলী প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কাঁটাদিঘী বালিকা মাদ্রাসা উন্নয়নে সভা

আর.এ.মন্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের অন্যতম দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাঁটাদিঘী বালিকা মাদ্রাসায় উত্তম জ্ঞান অর্জন এবং পঠন পাঠনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে, দ্বীনি শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষার মেলবন্ধন ও নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য ১০ ই নভেম্বর "জামেয়া উম্মে কুলসুম লিল বানাত"- (কাঁটাদিঘী আবাসিক বালিকা মাদ্রাসা) প্রাঙ্গনে সকাল ৯ টা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত অভিভাবক, অভিভাবিকা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এক 'অভিভাবক সভা' অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন মজিদ পাঠের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়।সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাসার স্থায়ী সভাপতি হাফিজ মুজাম্মিল হক।প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষাব্রতী গোলাম মুরসালীন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দারুল উলুম সেহারাবাজার মাদ্রাসার কার্যকরী সম্পাদক আশরাফ সাহেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাওলানা জাহাঙ্গীর, মাওলানা আসিফ, সাদ্দাম হোসেন এবং মাদ্রাসার শিক্ষিকা ও পরিচালকমন্ডলী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিক্ষক মাওলানা মুবারক আলী ক্বাসেমী। উপস্থিত অতিথি ও বিশিষ্টজনেরা জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। সভায় অর্ধবাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী ছাত্রীদের পুরস্কারও দেওয়া হয়। দোওয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য এক দশক ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারী শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

মানব কল্যাণ ও বিশ্ব শান্তি কামনায় শেষ হল শেরপুর তবলিগি ইজতেমা

হাসিবুর রহমান ● উস্থি

আপনজন: প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্থির শেরপুর হালকার উদ্যোগে তিনদিনের তবলিগি ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় শেরপুর ঈদগাহ ময়দানে। উক্ত হালকার অধীনে থাকা প্রায় ৬০ টা মসজিদ থেকে আগত মানুষের জমায়েত ছিল চোখে পড়ার মতো। সোমবার হাজার হাজার মানুষের সমবেতে দুয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয় তিনদিনের শেরপুর তবলিগি ইজতেমা।
আল্লাহ্ এর হুকুম ও নবীর তরিকা সকল মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে ঈমান - আমলকে সামনে রেখে যাতে করে সমস্ত জীবনটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তার- ই এক বিশেষ প্রচেষ্টা হল এই দ্বীনি তবলিগি ইজতেমা। উপস্থিত বহু আলেম ওলামা এর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে ইহকাল ও পরকালের শান্তির বার্তা পৌঁছে দেন ।
ইসলামিক ভাবাদর্শে নারীদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা এবং শরীয়ত সম্মত পোশাক পরা, পর্দার সাথে চলাফেরার কথাও বলেন উপস্থিত বুজর্গ গণ। শিশুদের স্কুলে বাংলা শিখার পাশাপাশি মক্তব, মাদ্রাসাতে দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্বের জন্য জোর দিতে বলেন। আগামী দিনে এই শিশুরাই সরকারের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হবে কুরআন, নামাজ ও ঈমানকে সঙ্গে নিয়ে বলে তার জানান। মোবাইলের ক্ষতিকর দিকের কথা স্মরণ করতে গিয়ে বলেন আজকের দিনে দুনিয়াতে সবচেয়ে ফিতনা ফ্যাসাদ এর মূল কারণ হল এই মোবাইল ও ইন্টারনেট। তাই মোবাইল থেকে দূরে সরে গিয়ে সবাইকে কুরআন ও হাদিস এর সাথে যুক্ত থাকারও বার্তা দেন তারা। তাবলীগ জামাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ত্রিদিনের ইজতেমায় মুরুব্বি ও আলেম উলামারা বলেন, মানুষকে সৎ পথে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা, মানুষের মধ্যে মানবতা ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা, হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর তরিকা অনুযায়ী চলা এবং অবশ্যই আত্মশুদ্ধির মধ্যে দিয়ে সমস্ত জীবকুলের উপকার করা, একে অপরের সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। মানব কল্যাণ ও বিশ্ব শান্তি কামনায় আখেরি মুনাজাত সম্পন্ন হয়। 'দুয়া' এর পর এই ইজতেমা থেকে বিভিন্ন ধরনের জামাত (১২০ দিন, ৪০ দিন, ২০ দিন,৩ দিন) বের হয় বলে জানা যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর সংখ্যালঘু উপদেষ্টাকে অভ্যর্থনা...

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের মুখ্য উপদেষ্টা হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ড. আবদুস সাত্তার। তাকে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানান সংখ্যালঘু দফতরের সচিব পিবি সালিম ও জিএইচ ওবাইদুর রহমান এবং সংখ্যালঘু দফতরের স্পেশাল কমিশনার শাকিল আহমেদ।

রোগীকে মারধরের অভিযোগ ঘিরে বিক্ষোভ

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: জানা যায় গতকাল প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন বড়ঞা থানার ভবানীনগর গ্রামের প্রসূতি মতিয়ারা বিবি। যদিও গতকাল বিকেলে ওই প্রসূতি ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যান এবং আজ সকালে তিনি নিজের বাড়িতে সন্তান প্রসব করেন এবং তৎক্ষণাৎ সদ্যজাত এবং প্রসূতিককে, সোমবার কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন প্রসূতির আত্মীয়স্বজন। কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ওই প্রসূতির সঙ্গে সদ্যজাতের নারী কাটতে চাইলে বাধে গোল এবং প্রসূতির আত্মীয় সেরিনা খাতুন সঙ্গে চিকিৎসকের বচসা তৈরি হয় প্রথমে এবং পরে কান্দি মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ওই প্রসূতিকে মারধর করে এমনকি হাসপাতালের নার্সিং স্টাফ ৩০০০ টাকা দাবি করি পরিবারের কাছে বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনার কথা এলাকায় জানাজানি হতেই প্রসূতির পরিবারের পক্ষ থেকে হাসপাতাল চত্বরের বিক্ষোভ দেখেন এবং দোষী চিকিৎসক এবং নার্সিং স্টাফের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। ঘটনায় চাপা উত্তেজন কান্দি মহকুমা হাসপাতাল চত্বরের। যদি এই বিষয়ে কান্দি মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুরো ঘটনা তদন্ত করা হবে বলে আশ্বাস দেন।

পানিগোবরা আজিজিয়া জিয়াউলিয়া বালিকা এতিমখানায় দাতা সম্মেলন

এহসানুল হক ● মাটিয়া

আপনজন: পানিগোবরা আজিজিয়া জিয়াউলিয়া বালিকা এতিমখানায় বাৎসরিক দাতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো রবিবার সকাল ১১ টা থেকে। পানিগোবরা আব্দুল আজিজ রহমাতুল্লাহ আলাইহির হাতে গড়া এই মাদ্রাসা। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে খুবই সুনামের শহীত চলে আসছে। এদিন দাতা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দিক থেকে আসা বহু মানুষেরা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মুফতি বাকীবিল্লাহ, ছিলেন বালিকা এতিমখানার প্রতিষ্ঠাতা পীরজাদা মাওলানা মাসুম বিল্লাহ ছাড়াও

এতিমখানা মাদ্রাসার একাধিক বিশিষ্টজনেরা। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে প্রতিষ্ঠাতা মাসুম বিল্লাহ তিনি বলেন, আমরা ছোট্ট ছোট্ট এতিম শিশুদের ছোট থেকেই মানুষ করে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের বিবাহযোগ্য করে তুলে তাদের সুপাত্র দিয়ে বিবাহ দেওয়া হয়। কয়েকদিন আগে এ পর্যন্ত এই এতিমখানা থেকে ২২ জোড়া এতিম বাচ্চাদের আমরা বিবাহ দিয়েছি। ডিসেম্বর মাস আসলে আমরা আরো ১০ জোড়া এতিম মেয়েকে বিবাহ দেব। এতিম বাচ্চাদের বাৎসরিক খরচ বহু টাকা। সমস্ত খরচ বিভিন্ন মানুষদের কাছ থেকে আদায় করি এবং রমজান মাসে যাকাতের টাকা নিয়ে ফেতরার টাকা নিয়ে চলছে এই এতিম খানা। বহু টাকা ঋনি এখনো আমাদের এই এতিমখানা। তাই সকল আগত মানুষদের কাছে তিনি আবেদন রাখলেন এই মাদ্রাসার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য। অনুষ্ঠান দোয়ার মাধ্যমে শেষ হয়।

প্রথম নজর

একদিনে রেকর্ডসংখ্যক ব্যক্তির নাগরিকত্ব বাতিল করছে কুয়েত

আপনজন ডেস্ক: কুয়েতে একদিনে রেকর্ডসংখ্যক ব্যক্তির নাগরিকত্ব বাতিল করা হচ্ছে। বিভিন্ন অপরাধে সংশ্লিষ্টতা ও জালিয়াতির মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়ার কারণে মোট ৯৩০ জন অভিবাসীর নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি। খবর গালফ নিউজের।

কুয়েতের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফাহাদ আল ইউসেফ সোমবার (১১ নভেম্বর) এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত বৃহস্পতিবার ৯৩০ জনের নাগরিকত্ব বাতিলের নথি মন্ত্রিসভায় পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী বৈঠকে এই নথি পর্যালোচনা ও অনুমোদন শেষে নাগরিকত্ব বাতিলের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হবে।

দেশটির ইতিহাসে এই প্রথম একদিনে এত সংখ্যক নাগরিকত্ব বাতিল হতে যাচ্ছে। এর আগে ২০ অক্টোবর কুয়েত সরকার একদিনে ৪৮৯ জনের নাগরিকত্ব বাতিল করে, যা তখন পর্যন্ত রেকর্ড ছিল।

ফাহাদ আল ইউসেফ বলেন, "এই ব্যক্তিরা কুয়েতের আইন অনুযায়ী অপরাধী। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে অপরাধ চলতেই থাকবে, যা আমরা মেনে নিতে পারি না।"

তিনি জানান, যাদের নাগরিকত্ব বাতিলের প্রক্রিয়া চলছে, তারা চাইলে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারবেন। এর জন্য নাগরিকত্ব সংক্রান্ত জেনারেল ডিরেক্টরেটের অধীনে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তারা আবেদন করতে পারবেন।

ফাহাদ আল ইউসেফ আরও বলেন, "আমরা কারো সঙ্গে অবিচার করতে চাই না; আমাদের লক্ষ্য কুয়েত ও এর জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।"

মাত্র ১৭,৮১৮ বর্গকিলোমিটার আয়তনের কুয়েতের জনসংখ্যা ৪৯ লাখ। এদের অর্ধেকেরও বেশি অভিবাসী, এবং তাদের মধ্যে অনেকেই নাগরিকত্ব পেয়েছেন। অভিবাসীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আরব বংশোদ্ভূত আদি নাগরিকরা সংখ্যালঘু ও কোণঠাসা অবস্থায় পড়ছেন বলে মনে করছে কুয়েত সরকার। এই কারণে বিগত কয়েক বছরে সরকার অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং ইতোমধ্যে শত শত অভিবাসীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত শিগেরু ইশিবা

আপনজন ডেস্ক: জাপানে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে শিগেরু ইশিবা আবারও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন।সোমবার (১১ নভেম্বর) পার্লামেন্টের এক বিশেষ ভোটে তিনি জাপানের প্রধানমন্ত্রী পদে পুনঃনির্বাচিত হলেন। ভোট অনুষ্ঠিত হয় সোমবার।প্রথমে ইশিবা ও তার মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন এবং পরে ভোটে অংশগ্রহণ করেন। ইশিবা ৬৭ বছর বয়সী এবং লিবারাল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) নেতা।তার পূর্বসূরি ফুমিও কিশিদা, বিভিন্ন কেলেঙ্কারি ও জনগণের অবিশ্বাসের কারণে পদত্যাগ করেন।এর পরেই ইশিবা প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হন এবং পরে সোমবার বিরোধী নেতা ইয়োশিহিকো নোডার বিরুদ্ধে রান-অফ ভোটে জয়লাভ করেন। ইশিবা এবার যে সরকার গঠন করবেন,তা হবে একটি সংখ্যালঘু সরকার,যার কারণে বিরোধী দলগুলোর দাবিগুলোকেও তাকে বিবেচনায় নিতে হবে।ইশিবা এলডিপির নেতা হলেও,সংসদের নিম্নকক্ষে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছেন।ফলে নতুন কোনও বিল বা বাজেট অনুমোদনের জন্য তাকে বিরোধীদের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে।ফলে রাজনৈতিক অচলাবস্থার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ইশিবা তার দলের ভেতরে খোলামেলা সমালোচনা করার জন্য যথেষ্ট পরিচিত।এই কারণে জনগণের কাছে তিনি প্রশংসিত হলেও দলের কিছু নেতার কাছে তিনি বিরাগভাজন হয়েছেন। তবে, তার স্বচ্ছ ভাবমূর্তি এবং সংস্কারের প্রতিশ্রুতি তাকে জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে। ইশিবা তার নেতৃত্বে এলডিপিকে পুনর্গঠন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রতিরক্ষা বাজেট দ্বিগুণ করার অঙ্গীকার করেছেন।

ইরানে ইসরায়েলের হামলা নিয়ে সৌদি যুবরাজের হুঁশিয়ারি

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমান বলেছেন, ইসরায়েল অবশ্যই ইরানের ভূখণ্ডে হামলা চালাতে পারবে না। এসময় তিনি আরও বলেন, ইরানের সার্বভৌমত্বের প্রতি ইসরায়েলকে সম্মান দেখাতে হবে। আজ সোমবার সৌদির রাজধানী রিয়াদে অনুষ্ঠিত আরব লিগ ও ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) যৌথ শীর্ষ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

ফিলিস্তিনের গাজা ও লেবানন সংকট সমাধানে এই সম্মেলন ডাকা হয়েছে। সম্মেলনে ইসরায়েলের গাজা অভিযানের নিন্দাও জানান সৌদি যুবরাজ। তিনি বলেছেন, উপত্যকাটিতে ইসরায়েলি বাহিনী 'গণহত্যা' চালাচ্ছে। গাজা ও লেবাননে আমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে ইসরায়েল যে তৎপরতা চালাচ্ছে, তা বন্ধে' আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে। সম্মেলনে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বোলা তিনুবু, লেবাননের প্রেসিডেন্ট নাজিব মিকাতিসহ আরব লিগ ও ওআইসির সদস্যদেশগুলোর শীর্ষস্থানীয় নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

আজারবাইজানে জলবায়ু সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশেগুলোর জন্য তহবিল বৃদ্ধির দাবি

আপনজন ডেস্ক: আজারবাইজানে শুরু হয়েছে জাতিসংঘের ২৯তম জলবায়ু সম্মেলন (COP29) যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য জলবায়ু অর্থায়নের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি কেন্দ্র করে আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।প্রতি বছর এই সম্মেলনে বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশ অংশগ্রহণ করে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিপরীতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

এবারের সম্মেলনটি আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে শুরু হয়েছে।দুই সপ্তাহব্যাপী এই ফোরামে,অংশগ্রহণকারী দেশগুলো একটি নতুন বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়ন লক্ষ্য নির্ধারণে মনোযোগ দিচ্ছে।বিশ্বের অনেক অঞ্চলে ঘটে যাওয়া নানা জলবায়ু দুর্যোগের পর,উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের জন্য প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি জোরালো করেছে।

তাছাড়া, সম্মেলনের উপর যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য পুনর্নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রভাবও ছায়া ফেলেছে,কারণ তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্বন নির্গমন হ্রাসের প্রতিশ্রুতিতে পরিবর্তন আনার হুমকি দিয়েছেন।

জাতিসংঘের জলবায়ু বিষয়ক প্রধান সাইমন স্টিয়েল তার উদ্বোধনী ভাষণে বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন,যাতে তারা প্রমাণ করেন যে বৈশ্বিক সহযোগিতা এখনও কার্যকর রয়েছে।তিনি বলেন, "বাকুতে আমাদের একটি নতুন বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। যদি বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ দেশ দ্রুত কার্বন নির্গমন কমাতে সক্ষম না হয়, তবে সবাইকে এর জন্য বড় মূল্য দিতে হবে।"আলোচনার শুরুতেই বক্তব্যে আজারবাইজানের পরিবেশ মন্ত্রী এবং জলবায়ু সম্মেলন (COP29)-এর সভাপতি মুখতার বাবায়েভ বলেছেন, "জলবায়ু পরিবর্তন ইতিমধ্যে আমাদের উপর প্রভাব ফেলছে।" তিনি জানান, COP29 একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়,যেখানে সবাই মিলে এগিয়ে যাওয়ার পথ তৈরি করতে সক্ষম হব।

বিগত বছরগুলোর গরম আবহাওয়ার রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার ফলে ২০২৪-এর বার্তাও সম্মেলনটির গুরুত্ব বাড়িয়েছে। আল-জাজিরার সাথে একটি সাক্ষাৎকারে,জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি দামিলোলা ওগুনবিই বলেন,তার অন্যতম প্রত্যাশা হলো জলবায়ু অর্থায়নের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করা।বর্তমানে শুধুমাত্র ১৫ শতাংশ নবায়নযোগ্য শক্তি বিনিয়োগ গ্লোবাল সাউথে যায়।

প্রসঙ্গত,ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন আলোচনার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে,কারণ তার প্রশাসন প্যারিস চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্থান ঘটানোর সম্ভাবনা তৈরি করেছে।এতে অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মানসিকতা কমে যেতে পারে। আয়োজক দেশ হিসেবে আজারবাইজানের সামনে বড় দায়িত্ব হলো অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে একটি নতুন বৈশ্বিক অর্থায়ন লক্ষ্যে সম্মত করা।উন্নয়নশীল দেশগুলো ও চীনের মতো দেশগুলো এই বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কোনো পদক্ষেপ তাদের দৃঢ়তাকে নাড়া দিতে পারবে না বলে তারা মনে করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বিশ্ববাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই।জলবায়ু সম্মেলন (COP29)-এর মাধ্যমে একটি শক্তিশালী বৈশ্বিক অর্থায়ন কাঠামো প্রণয়ন করে সবার জন্য একটি টেকসই ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হওয়া এখন সময়ের দাবি।

অবশেষে হিজবুল্লাহর পেজার বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করলেন নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে যোগাযোগের যন্ত্র পেজার আর ওয়াকিটকি বিস্ফোরণের জড়িত থাকার তথ্য অবশেষে সামনে এনেছে 'মধ্যপ্রাচ্যের দখলদার' খ্যাত দেশ ইসরায়েল। তখন লেবাননে একসঙ্গে প্রায় চার হাজার পেজারে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল ইহুদিবাদী এ দেশটি। এ ঘটনায় ৪০ জন নিহত ও ৩ হাজারের বেশি মানুষ আহত হন।

ওই ঘটনায় ইসরায়েলকে দায়ী করে হিজবুল্লাহ ও ইরান। ইসরায়েল তখন এ নিয়ে কোনো মন্তব্য না করলেও অবশেষে এ হামলার অনুমোদন দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর ব্যবহৃত পেজারের মাধ্যমে বিস্ফোরণের অনুমতি দিয়েছিলেন বলে জানালেন নেতানিয়াহু। ইহুদিবাদী প্রধানমন্ত্রীর দফতরের মুখপাত্র ওমের দোস্ত্রি বলেন, 'নেতানিয়াহু জানিয়েছেন তিনি পেজারকে নিশানা করে অপারেশন অনুমোদন করেছিলেন।'

চলতি সপ্তাহে এ নিয়ে জাতিসংঘে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে লেবানন। তাদের অভিযোগ, এটা মানবতার বিরুদ্ধে হামলা।

উল্লেখ্য, পেজার যোগাযোগের পুরোনো যন্ত্র। ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারি এড়াতে হিজবুল্লাহর যোদ্ধারা এটি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতো। তবে এটির মাধ্যমেও বিস্ফোরণ হামলা চালায় ইসরায়েল।

তবে শুধু লেবাননেই নয়, ইরানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আহমদ বখশায়েশ আরদেস্তানি দাবি করেছিলেন, দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির কাছেও নাকি একটি পেজার ছিল! আর সেই খবর নাকি জানতো ইসরায়েল।

তার ধারণা, রাইসির হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত করতে ইসরায়েল হয়তবা তার ব্যবহৃত পেজারটিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল।

পুতিন-ট্রাম্পের ফোনালাপ

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে কথা বলেছেন। এ সময় ইউক্রেনে যুদ্ধ সম্প্রসারণ না করতে পুতিনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ট্রাম্প। রোববার (১০ নভেম্বর) মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসের বিরুদ্ধে জয় অর্জনের পর গত বৃহস্পতিবার ট্রাম্প রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। এ সময় ট্রাম্প ফ্লোরিডায় তার মার-এ-লাগো রিসোর্টে ছিলেন। এই ফোনকলের বিষয়ে জানতে বার্তা সংস্থা এএফপির পক্ষ থেকে ট্রাম্পের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তবে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। যদিও ফোনকলের বিষয়ে জ্ঞাত একাধিক সূত্রের নাম গোপন রেখেই ওয়াশিংটন পোস্ট বলছে, ইউরোপের মাটিতে যুক্তরাষ্ট্রের 'বিশাল সামরিক উপস্থিতির' বিষয়টি পুতিনকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। সূত্র জানিয়েছে, ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধের সমাধানের লক্ষ্যে শিগগিরই পুতিনের সঙ্গে আবারও কথা বলা আগ্রহের কথাও ট্রাম্পের পক্ষ থেকে জানানো হয়। ট্রাম্পের ক্ষমতায় ফেরার মধ্য দিয়ে বছর তিনেক ধরে চলা ইউক্রেন যুদ্ধের রাশ টানার সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদ দেখা দিয়েছে। কেননা, দ্রুত যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে ট্রাম্প। এ ছাড়া কিয়েভের জন্য ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে দেওয়া কোটি কোটি ডলারের অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা নিয়েও ট্রাম্পের প্রশ্ন রয়েছে। এর আগে গত বুধবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গেও টেলিফোনে কথা বলেছেন ট্রাম্প। এ সময় তাদের সঙ্গে কথোপকথনে যুক্ত হন রিপাবলিকানদের কড়া সমর্থক ও ধনকুবের ইলন মাস্ক। ইউক্রেন বলেছে, ট্রাম্প ও পুতিনের মধ্যে ফোনের বিষয়ে তাদের আগাম কিছু জানানো হয়নি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শপথ নেয়ার ৬ মাসের মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত হাইতির প্রধানমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশ হাইতির প্রধানমন্ত্রী গ্যারি কনিলকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। দায়িত্ব নেয়ার ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে ক্ষমতাসীন ট্রানজিশনাল প্রেসিডেনশিয়াল কাউন্সিল (টিপিসি) তাকে বরখাস্ত করেছে।

রোববার (১০ নভেম্বর) কাউন্সিলের ৯ সদস্যের মধ্যে ৮ জনের স্বাক্ষর করা একটি নির্বাহী আদেশ জারি করা হয়েছে। এতে কনিলের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য ব্যবসায়ী ও হাইতির সাবেক সিনেট প্রার্থী অ্যালিক্স দিদিয়ার ফিলস এইমির নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, কনিল ছিলেন জাতিসংঘের সাবেক কর্মকর্তা। হাইতিতে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর (গ্যাং) নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে চলমান নিরাপত্তা সংকটের মধ্যে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ধারণা করা হচ্ছিল, তিনি দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আয়োজনের পথ তৈরি করবেন। ২০১৬ সালের পর দেশটিতে আর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়নি।

এক চিঠিতে কনিল দাবি করেন, তাকে অবৈধভাবে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স সে চিঠিটি দেখেছে। চিঠিতে কনিল হাইতির ভবিষ্যৎ নিয়ে 'গভীর উদ্বেগ' জানিয়েছেন।

হাইতিতে বর্তমানে কোনো প্রেসিডেন্ট কিংবা পার্লামেন্ট নেই। হাইতির সংবিধান অনুযায়ী, একমাত্র পার্লামেন্টই ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করতে পারে। গত ৩ জুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন কনিল।

কনিলের পূর্বসূরি অ্যারিয়েল হ্যানরি সশস্ত্র গোষ্ঠীদের একটি নেটওয়ার্কের হাতে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর গত এপ্রিলে হাইতির ট্রানজিশনাল প্রেসিডেনশিয়াল কাউন্সিল (টিপিসি) গড়ে ওঠে। হাইতির সশস্ত্র গোষ্ঠীদের ওই নেটওয়ার্ক পোর্ট অব প্রিন্সের বিভিন্ন অংশের নিয়ন্ত্রণ নেয়।

২০২৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি গায়ানায় এক সম্মেলনে উপস্থিত হতে হাইতি ছাড়েন হেনরি। আর সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যরা শহরের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দখল করে নেন। তারা হেনরিকে আর দেশে ফিরতে দেননি।

টিপিসির কাজ হলো, ক্যারিবীয় দেশটিতে গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। জাতিসংঘের হিসাব অনুসারে, গত জানুয়ারি থেকে হাইতিতে ৩ হাজার ৬০০-এর বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। পাঁচ হাজারের বেশি মানুষকে বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৯মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৪	৫.৪৮
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.১৮	
মাগরিব	৪.৫৯	
এশা	৬.১২	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

আইভরি কোস্টে দুর্ঘটনায় নিহত ২০

আপনজন ডেস্ক: সপ্তাহান্তে আইভরি কোস্টের দক্ষিণাঞ্চলে দু'টি মিনিভ্যানের মধ্যে সংঘর্ষে ২০ জন নিহত হয়েছে। সোমবার দেশটির কর্মকর্তারা একথা জানিয়েছেন।

সিভিল প্রোটেকশন সার্ভিস (ওএনপিসি) জানিয়েছে, গাগনোয়া শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে রোববার সন্ধ্যায় এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে আরো ১১ জন আহত হয়েছে।

আহজিয়াব্রে গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র সূত্রে তারা আরো জানায়, স্থানীয় সময় প্রায় সাড়ে ৭টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলল বন্দুক হামলা, নিহত ১

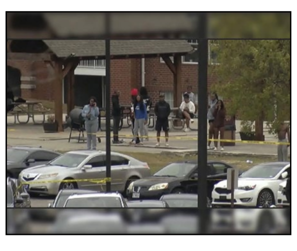

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য আলাবামার টাস্কেগি বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুক হামলায় একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ১৬ জন। রোববার (১০ নভেম্বর) স্থানীয় সময় ভোরে বিশ্ববিদ্যালয়টির ক্যাম্পাসে এই ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

আলাবামার নিরাপত্তা সংস্থা জানিয়েছে, বন্দুক হামলার ঘটনায় জাকুইজ মাইরিক নামে এক তরুণকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার কাছে একটি হ্যান্ডগান ও মেশিনগান রূপান্তর যন্ত্র পাওয়া গেছে। তবে মাইরিক এই হামলায় সরাসরি জড়িত কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বন্দুক হামলায় ১৮ বছর বয়সী এক কিশোর নিহত হয়েছেন। তবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন না। আহতদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষার্থী রয়েছেন। গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত ১২ জন এবং অন্যান্য কারণে আহত চারজনকে চিকিৎসার জন্য ওপেলাইকার ইস্ট আলাবামা মেডিকেল সেন্টার ও মন্টগোমেরির ব্যাপটিস্ট সাউথ হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।

এই ঘটনার তদন্তে যুক্ত হয়েছে এফবিআই এবং ব্যুরো অব অ্যালকোহল, টোব্যাকো, ফায়ারআর্মস অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস (এটিএফ)। জনসাধারণের সহায়তা চেয়ে এফবিআই একটি অনলাইন পোর্টাল খুলেছে, যেখানে ঘটনার ভিডিও বা তথ্য জমা দেওয়া যাবে।

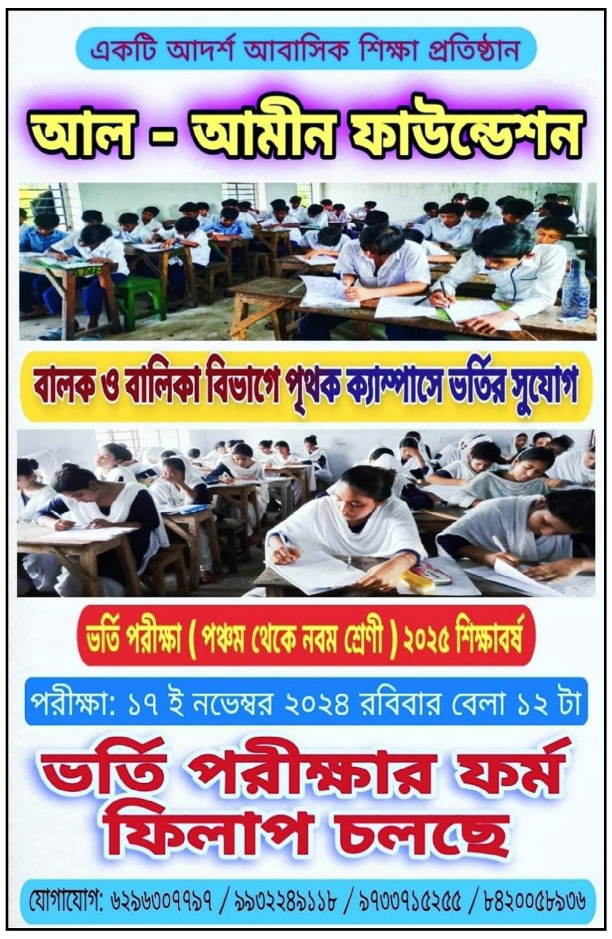

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৩০৫ সংখ্যা, ২৭ কার্তিক ১৪৩১, ৯ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

শান্তির আশা

'ব্রেক অস্বস্তিকর টলায়মান বিশ্বপরিস্থিতি সার্বিকভাবে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করিতেছে। বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য আরো কত শত বত্সর অপেক্ষা করিতে হইবে—কেহ জানে না। সারা বিশ্বেই ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক সংঘাত, শক্তি প্রর্দশনের চাঁদমারি হইয়া উঠিয়াছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ যুদ্ধ, সন্দেহ, বিভাজন ও সংঘাতের পরিবর্তে শান্তি, বিশ্বাস, সহমর্মিতা ও সহযোগিতা চাহে। চাহে বটে, কিন্তু 'চাওয়া ও পাওয়া'র ভিতরে বিস্তর ব্যবধান দৃশ্যমান। বলা হইতেছে, সকলের স্বার্থেই বিশ্বে সমঝোতা প্রয়োজন। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস গত বুধবার সংবাদ সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত ও বাস্তব সমাধানের জন্য এখন সময় আসিয়াছে একত্রিত হইবার। তাহার মতে, রাজনীতি মানেই সমঝোতা, কূটনীতি মানেও সমঝোতা এবং কার্যকর নেতৃত্বও সমঝোতা।

খুবই চমত্কার কথা। কিন্তু চারিদিকে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতায় মানবতা পদদলিত হইতেছে, ক্রমশ গুরুতর হইতেছে জলবায়ু পরিস্থিতি, বাড়িতেছে জীবনযাত্রার ব্যয়-সংকট, তখন দেশে দেশে ক্রমবর্ধমান সংঘাত সম্পূর্ণ বিশ্বকে আরো নাজুক করিয়া তুলিতেছে। গত পাঁচ দশকে একটি বহুমুখী বিশ্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। অনেকে মনে করেন, বহুমুখিতা ভারসাম্যের একটি কারণ হইতে পারে। কিন্তু উহাকে যেন থিওরিটিক্যাল কথা বলিয়া মনে হইতেছে। তাহা না হইলে এই বহুমুখী বিশ্বে কেন ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা, বিভাজন, স্বার্থের ভিন্নতা, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভিন্ন সংস্কৃতি কেন ভারসাম্য না আনিয়া বিপর্যয় আনিতেছে? সমস্যাটা আসলে কোথায়? কতদিন চলিবে এই বিপর্যয়কর টলায়মান পরিস্থিতি? প্রতিটি দেশই চাহে শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যত্। কিন্তু শান্তি, উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও সুশাসনের ক্ষেত্রে ঘাটতি বাড়িতেছে দিকে দিকে। সংকটে পড়িতেছে মানবতা। বহু মেরুর বিশ্ব ও অর্থনীতির বিশ্বায়ন বিকশিত হইতেছে বটে, কিন্তু পানিও ঘোলা হইতেছে তাহার সহিত। চীন কোরীয় উপদ্বীপে অস্থিতিশীলতা, ফিলিস্তিনের জনগণের বৈধ নাগরিক অধিকার, ইরানের পরমাণু ইস্যুর পাশাপাশি সিরিয়া, সুদান, লিবিয়া ও ইয়েমেন সংকটেরও রাজনৈতিক সমাধান কোথায়? আফ্রিকার জনগণ আর কতদিন বিশ্ব মোড়লদের চাঁদমারি হইয়া থাকিবে?

এই রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি অর্থনীতি ও জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বকে নূতন নূতন অভাবিত সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া দিতেছে। লিবিয়ায় অভাবিত ও অতি বিপর্যকর বন্যায় কয়েক দিনের ব্যবধানে ২০ হাজারের কাছাকাছি মানুষ মারা গিয়াছে। অন্যদিকে বিশ্বের রাজনৈতিক অস্থিরতা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করিতেছে বিশ্বের অর্থনীতিকে। টমাস ফ্রিডম্যান তাহার 'দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ফ্ল্যাট' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, বিশ্বায়নের কারণে বিশ্ব সকলের নিকট সমান ও অনুরূপভাবে উন্মুক্ত হইয়া উঠিতেছিল। সহযোগিতা এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সংস্থাগুলির নূতন করিয়া পাওয়া ক্ষমতা বিশ্বকে আরো সমতাপূর্ণ ও সমশ্রেণিভুক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি ইহার বিপরীতে বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতাও বৃদ্ধি করিয়াছে। বিশ্বায়নের অন্যতম অঙ্গ—বাণিজ্য উদারীকরণ, বাণিজ্যিক ঘাটতিকে অস্থিতিশীল পর্যায়ে বাড়াইয়া দিয়াছে।

দেখা যাইতেছে, ভূরাজনৈতিক এই বিভাজন যেন আমাদের ক্রমশ 'ভূত' বানাইয়া দিতেছে। ভূতের যেমন পিছন দিকে পা থাকে, সামনে অগ্রসর হইলেও ভূত আসলে পিছনের দিকেই চলিয়া যায়; আমরা তেমনি যত সামনের দিকে আগাইতে চেষ্টা করিতেছি ততই যেন পিছাইয়া পড়িতেছি। এই যখন অবস্থা, তখন বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রের কি ভালো থাকিবার সুযোগ রহিয়াছে? কিংবা কোনো দেশ চাহিলেই কি নিজের মতো করিয়া ভালো থাকিতে পারিবে? রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছেন—'বহুদিন মনে ছিল আশা/ ধরণীর এক কোণে/ রহিব আপন-মনে;/ ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা/ করেছিনু আশা।' সেই আশায় এখন গুঁড়েবালি। আসলে বিনিসুতার মালার মতো বিশ্বের সকলে মিলিয়া একটি একক মালা। এই মালায় কোথায় সুতা ছিঁড়িয়া গেলে, কোথাও কোনো ফুলে পচন ধরিলে তাহার অভিঘাত অন্য ফুলের উপরও পড়িতে বাধ্য। সুতরাং সম্মিলিত সুষ্ঠু বুদ্ধি, স্যাক্রিফাইস ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই কেবল বিশ্বশান্তি আসিতে পারে। কিন্তু তাহাতে যে অনেকের 'লোকসান' হইবে। কিন্তু যাহাদের লোকসান হইবে, তাহারা যদি 'লাভ' ব্যতীত আর কিছু না বুঝেন—তাহা হইলে উপায় কী? উপায় আমাদের জানা নাই।

●●●●●●●●●●●●

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়: একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঠিক কেমন?

গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে বর্তমানে একমাত্র মহিলা মুখ্য মন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রথম মহিলা মুখ্য মন্ত্রী হিসেবে যিনি জ্বলজ্বল করছেন, তিনি হলেন শ্রীমতি (কুমারী) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকের জনগণ যাকে ভালোবেসে 'দিদি' বলে ডাক দেয়। তিনি তৃতীয় বারের মুখ্য মন্ত্রী হিসাবে বাংলার সংসার চালাচ্ছেন। আমরা এই প্রবন্ধে আমাদের জনপ্রিয় দিদি 'একজন মুখ্য মন্ত্রী হিসেবে কেমন', তার কিছু দিক বোঝার চেষ্টা করছি। লিখেছেন **মোঃ সাহিদুল ইসলাম...**

গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে বর্তমানে একমাত্র মহিলা মুখ্য মন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রথম মহিলা মুখ্য মন্ত্রী হিসেবে যিনি জ্বলজ্বল করছেন, তিনি হলেন শ্রীমতি (কুমারী) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকের জনগণ যাকে ভালোবেসে 'দিদি' বলে ডাক দেয়। তিনি তৃতীয় বারের মুখ্য মন্ত্রী হিসাবে বাংলার সংসার চালাচ্ছেন। আমরা এই প্রবন্ধে আমাদের জনপ্রিয় দিদি 'একজন মুখ্য মন্ত্রী হিসেবে কেমন', তার কিছু দিক বোঝার চেষ্টা করছি।

বাল্যকাল ও শিক্ষা : তিনি বুধবার, ৫ই জানুয়ারী, ১৯৫৫ সালে কলকাতায় একটি মধ্যবিত্ত বাঙালি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা, প্রমিলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, দিদি যখন খুব ছোট ছিলেন, অজানা দেশে পাড়ি দেন। মা গায়ত্রী দেবীর আঁচলে তিনি বড়ো হয়ে ওঠেন। শৈশব কাল থেকেই মমতাদির পড়াশুনার প্রতি খুব ঝোঁক ছিলো। দিদি দেশবন্ধু শিশু শিক্ষালয়ে প্রাথমিক পড়াশোনা শেষ করেন এবং যোগমায়া দেবী কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স ডিগ্রি নিয়ে স্নাতক হন। তারপরেও তিনি থেমে থাকেন নি। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবার ইসলামিক ইতিহাসে স্নাতকোত্তর এবং শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ থেকে শিক্ষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। দারিদ্রতা দিদিকে আরো বেশি মজবুত করে তুলে ছিল। তিনি কলকাতার যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী আইন কলেজ থেকে আইনের ডিগ্রি ছিনিয়ে নিয়েছেন। তার রাজনৈতিক কর্মজীবন ছাড়াও, তিনি একজন দক্ষ চিত্রশিল্পী এবং লেখক, বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন।

রাজনৈতিক জীবন: ছোট থেকে জীবনের সংগ্রামকে হার মানিয়ে বেশ কয়েকটা ডিগ্রি হাসিল করে, লড়াকু দিদির রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ১৯৭০ এর দশকে যখন তিনি কংগ্রেস পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৮৪ সালে, তিনি যাদবপুরের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ কমিউনিস্ট নেতা শ্রী সোমনাথ চ্যাটার্জিকে পরাজিত করে ভারতের সর্বকনিষ্ঠ সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। নরসিমা রাও সরকারের কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন, যুব বিষয়ক, এবং ক্রীড়া এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সহ বিভিন্ন মন্ত্রীর পোর্টফোলিওতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দিদির রাজনৈতিক জীবনের ভিন্ন আরেকটা পথ তৈরি হয়, এই সেই ২১ শে জুলাই ১৯৯৩ থেকে। দিদির নেতৃত্বে রাইটার্স চলো অভিযান শুরু হয়েছিল, ততকালীন বাম ফ্রন্ট সরকারের প্রতিবাদে, ভোটার পরিচয়পত্রই একমাত্র নথির দাবিতে। যে অভিযানে ১৩ জন কর্মীর মৃত্যু হয় ও অনেকেই আহত হন, তার স্মরণে শহীদ দিবস পালিত হয় ২১ শে জুলাই। তারপর, ১৯৯৭ সালে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস পার্টির সাথে আলাদা হয়ে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিনের বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধীদের মুখ হয়ে ওঠেন। তার নিরন্তর প্রচেষ্টা ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয়ে পরিণত হয়, বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি আজকের শুধু ভারতবর্ষের দিদি নয় বরং বিশ্বের দিদি নামে বিদিত।

> ছোট থেকে জীবনের সংগ্রামকে হার মানিয়ে বেশ কয়েকটা ডিগ্রি হাসিল করে, লড়াকু দিদির রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ১৯৭০ এর দশকে যখন তিনি কংগ্রেস পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৮৪ সালে, তিনি যাদবপুরের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ কমিউনিস্ট নেতা শ্রী সোমনাথ চ্যাটার্জিকে পরাজিত করে ভারতের সর্বকনিষ্ঠ সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। নরসিমা রাও সরকারের কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন, যুব বিষয়ক, এবং ক্রীড়া এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সহ বিভিন্ন মন্ত্রীর পোর্টফোলিওতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দিদির রাজনৈতিক জীবনের ভিন্ন আরেকটা পথ তৈরি হয়, এই সেই ২১ শে জুলাই ১৯৯৩ থেকে। দিদির নেতৃত্বে রাইটার্স চলো অভিযান শুরু হয়েছিল, ততকালীন বাম ফ্রন্ট সরকারের প্রতিবাদে, ভোটার পরিচয়পত্রই একমাত্র নথির দাবিতে। যে অভিযানে ১৩ জন কর্মীর মৃত্যু হয় ও অনেকেই আহত হন, তার স্মরণে শহীদ দিবস পালিত হয় ২১ শে জুলাই। তারপর, ১৯৯৭ সালে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস পার্টির সাথে আলাদা হয়ে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিনের বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধীদের মুখ হয়ে ওঠেন। তার নিরন্তর প্রচেষ্টা ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয়ে পরিণত হয়, বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি আজকের শুধু ভারতবর্ষের দিদি নয় বরং বিশ্বের দিদি নামে বিদিত।

জনপ্রিয় প্রকল্প নীতি : মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ব্যানার্জির কার্যকাল সমাজের গ্রামীণ এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত অংশগুলির লক্ষ্যে কল্যাণমূলক বেশ কিছু জনপ্রিয় প্রকল্প আছে, যাদের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য হলো :

কন্যাশ্রী প্রকল্প: এই স্কিমটি পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের অবস্থাকে উন্নত করার লক্ষ্যে স্কুলে পড়াতে এবং বিবাহ বিলম্বিত উৎসাহিত করে। এটি জাতিসংঘের পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড সহ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। সবুজ সাথী: এই উদ্যোগটি নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদের সাইকেল সরবরাহ করে, স্কুলে উপস্থিতি বাড়ায় এবং গ্রামীণ এলাকায় স্কুল ছুট কমায়।

খাদ্যাসাথী: এই কর্মসূচির অধীনে, সরকার রাজ্যের জনসংখ্যার প্রায় ৯০%কে ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ করে, যা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। স্বাস্থ্য সাথী: একটি স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প যার লক্ষ্য তৃতীয় স্তরের পরিচর্যার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য কভার প্রদান করার লক্ষ্যে, পরিবার প্রতি বছরে ৫ লাখ টাকা ব্যবস্থা আছে।

উৎকর্ষ বঙ্গ : একটি দক্ষতা উন্নয়ন উদ্যোগ যার লক্ষ্য যুবকদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ব্যবসায় প্রশিক্ষণ দেওয়া, তাদের কর্মসংস্থানের উন্নতি করা।

অনেক সমালোচকরা যুক্তি দেন যে তার জনপ্রিয় নীতিগুলি স্বল্পমেয়াদে উপকারী হলেও দীর্ঘমেয়াদে টেকসই নাও হতে পারে ও সমাজের উন্নতির ব্যাঘাত ঘটবে। সামাজিক প্রকল্পের সাথেও তিনি যথেষ্ট পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ও পরিকাঠামোগত উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা করেছেন। যেমন, রাজ্য সড়ক যোগাযোগ, শহুরে পরিকাঠামো এবং আইটি ও শিল্প হাবের উন্নয়নে উন্নতি, কলকাতা পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো করিডোর এবং নতুন শিল্প পার্ক সস্থাপন ইত্যাদি। যাইহোক, গুজরাট বা মহারাষ্ট্রের মতো অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় উল্লেখযোগ্য শিল্প বিনিয়োগ আকর্ষণ না করার জন্য তার মেয়াদও সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম পর্ব, যা তার ক্ষমতায় উত্থানের ক্ষেত্রে মুখ্য ছিল, একটি শিল্প-বিরোধী ধারণাও তৈরি করেছিল যে তার সরকার ঝাঁকুনি দেওয়ার জন্য সংগ্রাম করেছে।

নিন্দা ও সমালোচনা

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়াদ বিতর্কমুক্ত ছিল না। তার নেতৃত্বের শৈলী, প্রায়ই স্বৈরাচারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার সরকারকালীন, বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে সমোলাচিত। যেমন, সারদা চিট ফান্ড কেলেঙ্কারি (২০১৩) এবং নারদা স্টিং অপারেশনের (২০১৬) মতো স্কিমগুলিতে দুর্নীতি এবং তহবিলের অপব্যবহার। এছাড়াও মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট (MGNREGA) এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনিয়মের জন্য তদন্ত করা হয়েছে। কেন্দ্র রাজ্য সরকারকে ২০২০ সালে ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণ তহবিল এবং সংস্থান বিতরণে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ করেছে। সম্প্রতি শিক্ষা ব্যবস্থাই অনিয়ম।

উপসংহার:

একদিকে, দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছরের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, একজন তরুণ কংগ্রেস কর্মী থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রা তার স্থিতিস্থাপকতা এবং জনসেবার প্রতি উত্সর্গের প্রমাণ। অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও, তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের জনগণের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য তার নিরলস সাধনা বেশ প্রশংসনীয়। অন্যদিকে, বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগগুলি তার কার্যকালকে প্রভাবিত করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি বিতর্কিত ইস্যু হয়ে উঠেছে। এটা আশা করা যাই যে উনার নজর ও গুরুত্ব সম্ভবত টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে কল্যাণমূলক প্রকল্পের ভারসাম্য বজায় রাখবে, দুর্নীতির অভিযোগ মোকাবেলাই থাকবে , এবং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার উপর থাকবে। তার রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা এবং পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক গতিশীলতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, তার নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যত গতিপথ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ হবে।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

সংখ্যালঘুরা ধর্ম মানে, তাই সংরক্ষণ পাবে না?

রঞ্জন চক্রবর্তী

অমিত শাহ ঝাড়খণ্ডের একটি নির্বাচনী সভায় বলছেন সংখ্যালঘুরা ধর্ম পালন করে তাই সংরক্ষণ পাবে না। প্রত্যেকটি মানুষ কোন না কোন ধর্ম পালন করে। তাহলে যারা ধর্ম পালন করে তারা সংরক্ষণ পাবে না ? এসসি/এসটি/ ওবিসি প্রত্যেকেই ধর্ম পালন করে। মুসলিমরাও তাদের ধর্ম পালন করে। এস সি/ এস টি/ মুসলিম বাদে ওবিসিরা তারা তো হিন্দু ধর্ম পালন করে । আর এটাই প্রচলিত। যদিও আদিবাসীরা অর্থাৎ এসটিরা প্রকৃতির পূজারী। সারনা ধর্মের স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন করছে। তা সত্ত্বেও আদিবাসীরা হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন পূজা-পার্বণে শুধু শামিল হচ্ছে না, নিজেরাও সেই সমস্ত পূজা পার্বণ সংগঠিত করছে । যে সমস্ত সংরক্ষিত অংশ হিন্দু ধর্ম পালন করছে তাদের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই। সংরক্ষিত অংশের মধ্যে মুসলিমদের ঢোকালে হিন্দুদের সংখ্যাটা কমে যাবে, অতএব সেখানে মুসলিমদেরকে ঢোকানো যাবে না । এটাও অমিত বাবুর মতামত। মুসলিমদেরকে বাদ দিলেই বাদবাকি যারা থাকবে তাদের জন্য অমিত বাবুরা রাজপ্রাসাদ বানিয়ে দেবেন। কেন্দ্রে ১০ লক্ষ পদ শূন্য রয়েছে, চাকরি দেবার কোন নাম গন্ধ নেই । বছরে ২ কোটি বেকার কে চাকরি দিলে তো এতদিন কেউই বেকার থাকত না।এখন চাকরি বাকরি কিছুই দিতে পারছে না, সমস্ত জিনিসপত্রের দাম পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস থেকে শুরু করে যাবতীয় জিনিসপত্রের দাম যখন আকাশ ছোঁয়া, GST সহ সরকারের ঘরে যখন কোটি কোটি টাকা ঢুকছে তখন বেকাররা হা হুতাশ করে বেড়াচ্ছে। বিদেশি ঋণ প্রায় ২০০ লক্ষ কোটি টাকা । প্রতিবছর ছয় লক্ষ কোটি টাকা ওই ধারের জন্য সুদ দিতে হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা বিজেপি ওয়ালারা তুলছে সেই টাকাগুলো যাচ্ছে কোথায়? ব্যাংক থেকে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা অণু উৎপাদক সম্পদে পরিণত হচ্ছে সেগুলোই বা যাচ্ছে কোথায়? আর ঝাড়খন্ডে গিয়ে সেখানকার ক্ষমতাসীন সরকারের দুর্নীতির কথা প্রচার করছে, বিজেপি ওয়ালাদের কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি আড়াল করার জন্য এই নির্বাচনী প্রচার। যারা এক এক জনের পার্লামেন্টের প্রার্থীর পিছনে ১০০ থেকে ১৫০ কোটি টাকা খরচ করতে পারে তারা কোথা থেকে পয়সা গুলো জোগাড় করে, সেগুলো সহজেই আন্দাজ করা যায় এবং বর্তমানে CAG যে রিপোর্টগুলো দিচ্ছে সেখান থেকেও আন্দাজ করা যায়।

যাইহোক প্রশ্নটা হল, ধর্মভিত্তিক সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণ দেওয়ার প্রশ্ন। বিজেপি ওয়ালাদের কট্টর হিন্দুত্ববাদী বিধান অনুযায়ী ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ তো ধর্ম কর্ম করতে পারবে না। ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ করবে, বৈস্যরা ব্যবসা করবে এবং সম্পদ তৈরি করবে, আর শূদ্ররা গরু মহিষদের মতো পরিশ্রম করবে এবং তারা উচ্চবর্ণ বিশেষ করে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের পদ সেবা করবে। ধর্ম কখনোই তারা পালন করতে পারবে না। বেদের মন্ত্র যদি তাদের কানে ঢোকে তাহলে তাদের কানে গরম সর্ষের তেল দিতে হবে। এবারে দেখা যাচ্ছে মুসলিম এবং ব্রাহ্মণ বাদ দিয়ে বাদবাকি যারা তারা হিন্দু ধর্মের মধ্যে পড়লেও যেহেতু অমিতবাবুদের শাস্ত্র বিধান মতে কোন ধর্ম কর্ম করা হবে না ।তাই তাদের সকলকেই সংরক্ষণ দেওয়া হোক। এর মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ এদের কে সংরক্ষণ দিতে হবে। কারণ এরাও বিজেপি ওয়ালাদের মতে হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই সমস্ত মানুষজনের ধর্ম পালন বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ধর্ম পালন মনে করা হবে না। এবারে যে সমস্ত জায়গায় মুসলিম মানেই ওবিসি (তামিলনাডু, কর্নাটক সহ আরো কিছু রাজ্য) সেখানে অমিত শাহের কথাটা কার্যকরী করার চেষ্টা হলে যেকোনো ধরনের অশান্তি হতে পারে বা একটি দাঙ্গা বা দাঙ্গার পরিবেশ তৈরি হতে পারে। এর ফলে বিজেপির মেরুকরণের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। পশ্চিমবাংলায় হাইকোর্টের রায়ে বেশিরভাগ মুসলিম ওবিসি থেকে বাদ পড়েছে। এবারে মামলা গেছে সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট যদি ওই একই রায় বহাল রাখে তাহলে তা গোটা ভারতবর্ষের জন্য প্রযোজ্য হবে। বিজেপি এবারে এককভাবে ক্ষমতায় আসতে পারেনি, এইজন্য বিভিন্নভাবে মেরুকরণের চেষ্টা করছে যার মধ্যে একটা হল মুসলিমদেরকে ওবিসি থেকে বাদ দেওয়া, আর একটা হচ্ছে ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি দখল করা, পারলে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকরী করা। যার মধ্য দিয়ে এক বিরাট মেরুকরণের ব্যবস্থা বিজেপি হয়তো করার সুযোগ পেতে পারে। আমরা ঠিক জানিনা কোন অবস্থার মধ্য দিয়ে একটি মাত্র দল হিসেবে বিজেপি উঠে আসবে, কিন্তু তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে কাজটি করার। আদৌ তারা সফল হবে কিনা, বা সমস্ত গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে কিনা সেটা ইতিহাসই বলবে!

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

প্রথম নজর

বেহাল রাস্তা, সংস্কারের দাবিতে পঞ্চায়েত ঘেরাও

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: বেহাল রাস্তার সংস্কারের দাবিতে দীর্ঘক্ষণ পঞ্চায়েত ঘেরাও করে রাখলেন গলসি ১ নং ব্লকের পারাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঝাড়ুল গ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। বহুদিন ধরে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় এদিন তারা পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ঝাড়ুল গ্রাম থেকে রূপপুর পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারহীন অবস্থায় পড়ে আছে এবং রাস্তায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। এছাড়া গ্রামের ছোট ছোট রাস্তার অবস্থাও শোচনীয়। বর্ষাকালে কাদা-মাটির কারণে সাইকেল, মোটরবাইক, এবং টোটো চালকদের চলাচলে ব্যাপক সমস্যা হয়। পাশাপাশি স্কুল পড়ুয়া শিশু, রোগী ও তাদের পরিজনদেরও দুর্ভোগের শেষ থাকে না। জরুরি অবস্থায় রোগী পরিবহনের সময় গ্রামবাসীদের চরম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। এদিন, আদিবাসীদের একাংশ প্রথমে গলসি ১ নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের (বিডিও) অফিসে যান এবং সেখানে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। পরে, সেখান থেকে ফিরে পারাজ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ শুরু করেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও রাস্তাগুলোর সংস্কার হচ্ছে না। বাধ্য হয়েই তারা এই কর্মসূচি নিয়েছেন। খবর পেয়ে গলসি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। পারাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক সুভাষ চন্দ্র ঘোষ সেখানে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন এবং গ্রামবাসীদের আস্বস্ত করেন। তিনি জানান যে পরের দিন তিনি ঝাড়ুল গ্রামে গিয়ে রাস্তার অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন এবং যত দ্রুত সম্ভব সংস্কারের কাজ শুরু করবেন। পঞ্চায়েতের আশ্বাসে তারা ঘেরাও ও বিক্ষোভ তুলে নেন। এক বিক্ষোভকারী বলেন, "আমরা বছরের পর বছর ধরে কষ্ট সহ্য করছি। বারবার পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। এবার আমরা ধৈর্য হারিয়েছি। যদি রাস্তা সংস্কার না হয়, তবে আমরা দাবি আদায়ে আরও বৃহৎ আন্দোলনে যাব।"

হাই মাদ্রাসায় জাতীয় শিক্ষা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া জেলার আমতা থানার সারদা তাজপুর হাই মাদ্রাসাতে অনুষ্ঠিত হল ভারতবর্ষের প্রথম শিক্ষা মন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম আজাদের স্মরণে জাতীয় শিক্ষা দিবস। কেরাত পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়,মাওলানা আজাদ সম্পর্কে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দরা বক্তব্য রাখেন। মাদ্রাসার টিচার ইনচার্জ সুজিত কুমার বেরা এই দিনের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। মাদ্রাসার করণিক গোলাম খাঁন দেশ সেবাতে মাওলানা আজাদের ভূমিকা উল্লেখ করেন। শিক্ষক মাওলানা শেখ মুহাম্মদ কালিমুল্লাহ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন ও দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাতে মাওলানা আজাদের অবদান আলোকপাত করেন।

এদিন মাদ্রাসার পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ উপস্থিতির পুরস্কার প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন তন্ময় আদক, আফতাব মল্লিক, সুশান্ত সামন্ত, পম্পা দাঁ ও আহমেদ মীর।

মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা সোনারপুরে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সোনারপুর

আপনজন: সাত সকালে মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনা সোনারপুরে।সোমবার সকালে সোনারপুর থানার সুভাষগ্রামের কোদালিয়া সখের বাজারে এক মহিলা সাইকেল আরোহীকে পিষে দিল ম্যাটাডোর ভ্যান।ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটলো ঐ মহিলার।এলাকায় তীব্র উওেজনা। স্কুলে বাচ্চা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ম্যাটাডোরের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল মহিলার। মৃত মহিলার নাম পিয়ালী নাথ। বাড়ি সোনারপুর থানার সুভাষগ্রাম নাগপাড়ায়। স্থানীয় একটি দোকানে সে কাজ করে। স্কুলে ছেলেকে দিয়ে সাইকেল চড়ে কাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলো পিছন থেকে একটি ম্যাটারোর ভ্যান তাকে ধাক্কা মারে।

মালদায় মৌলানা আজাদ স্মরণ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম শিক্ষা মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্মজয়ন্তী। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই দিনটিকে জাতীয় শিক্ষা দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। প্রতিবছরের মত এই বছরও শুক্রবার এ কে হাই মাদ্রাসায় উদযাপিত হয়ে গেল জাতীয় শিক্ষা দিবস। উপস্থিত ছিলেন, গোবিন্দ পাড়া হাই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকা কবিতা দাস, চাচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আসরারুল হক, চান্দুয়া দামাইপুর হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষিকা ফরিদা বেগম ও কনুয়া ভবানীপুর হাই মাদ্রাসার শিক্ষক খালিদ হোসেন। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুভ সূচনা করা হয়।

জাতীয় শিক্ষা দিবসে মৌলানা আজাদ স্মরণ মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের আলোচনা সভায়

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: ভারতীয় শিক্ষার অগ্রায়নে স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ-এর অবদান স্মরণ করিয়ে দিতে উদ্যোগী হলো তৃণমূলের মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠন। 'পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর পক্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা দিবসে 'ভারতবর্ষের জাতীয় শিক্ষা বিস্তারে মৌলানা আজাদ-এর ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সোমবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসতের ছোট জাগুলিয়ায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মেমোরিয়াল হাইমাদ্রাসায় আয়োজিত ওই আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে ছিলেন হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও গবেষক ড. শেখ কামাল উদ্দিন, অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বারাসত-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি, সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন মন্ডল বাবলু, সংগঠনের সহ-সভাপতি মোঃ আতাউর রহমান, মুখ্য উপদেষ্টা হাজি মনিরুল মোল্লা, নামদার শেখ, সাহাবুদ্দিন চৌধুরী, মো: ইমতিয়াজ প্রমুখ। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ-এর ১৩৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক নুরুল হকের আহ্বানে এদিন বিভিন্ন জেলা থেকে মাদ্রাসা শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। নুরুল হক বলেন, আমরা মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষকদের অভাব অভিযোগ সমস্যার সমাধানে যেমন তৎপর থাকি তেমনি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য বহনকারী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ-এর মতো মহান ব্যক্তিদের স্মরণেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি, আজকের অনুষ্ঠান তারই অংশ।' উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানিয়ে সভার মুখ্য আলোচক ড. শেখ কামাল উদ্দিন শিক্ষা ক্ষেত্রে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ-এর অবদানের কথা তুলে ধরেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্মদিন অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষা দিবসের তাৎপর্য গুরুত্ব নিয়ে প্রথম সারির কোনও সংবাদ মাধ্যমে বিশেষ কোনো প্রতিবেদন প্রকাশিত না হওয়ায় পাশাপাশি তেমন কোনো প্রতিষ্ঠানে জাতীয় শিক্ষক দিবস পালন না হওয়ায় আক্ষেপ প্রকাশ করেন কামাল উদ্দিন। অন্যদিকে জাতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে আবুল কালাম আজাদের অবদান কি ছিল তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ড. শেখ কামাল উদ্দিন বলেন, 'জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, খড়গপুর আইআইটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আবুল কালাম আজাদের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা মন্ত্রীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি বয়স্ক নারী শিশু শিক্ষা দানের কথা মাথায় রেখে এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে মোদালিয়ার কমিশন গঠনের ক্ষেত্রেও মুখ্য ভূমিকা ছিল মাওলানা আবুল কালাম আজাদের।' মাত্র ২২ বছর বয়সে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সম্পাদিত উর্দু পত্রিকা আল-হেলাল বাজেয়াপ্ত করা হয় বলেও জানান ড. কামাল উদ্দিন। বিজেপি শাসন আমলে ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানের নাম পরিবর্তনের হিড়িক নিয়ে কামাল উদ্দিন অবশ্য 'ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে' বলেও অভিযোগ করেন। স্বাধীন ভারতের অন্যতম মুখ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের কৃতিত্ব অক্ষুন্ন থাকবে কিনা তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করতে দেখা যায় আলোচকদের। উপস্থিত ছিলেন মো: মোতালেব মন্ডল, হাফিজুর রহমান, উচ্ছ্বাস মন্ডল, মো: মনিরুজ্জামান, বসির আব্বাস তরফদার, আবু সিদ্দিক খান, সিয়ামত আলী প্রমুখ।

আগুনে পুড়ে গেল গোটা পোল্ট্রি ফার্ম

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: আগুনে পুড়ে গেল পোল্ট্রি ফার্ম। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়ায় এলাকায়। মূলত শর্ট-সার্কিটের জেরে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়ামাধাইল এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরে পোড়ামাধাইল এলাকার একটি পোল্ট্রি ফার্মে আগুন লেগে যায়। বিষয়টি সামনে আসতেই স্থানীয়রা খবর দেয় দমকলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। প্রায় এক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। ততক্ষণে প্রায় এক হাজারেরও বেশি মুরগি পুড়ে গিয়েছে। সবমিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় তিন লক্ষ টাকার উপরে বলেই জানা গিয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আবাস দুর্নীতির প্রতিবাদে ডেপুটেশন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সোমবার বোলপুর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন জমা দিলেন সিপিআইএমের কর্মী সমর্থকেরা। তারা জানান যে রাজ্যে যে সকল দুস্থ, গরিব পরিবার আছে যাদের মাথার ছাদ নেই শীত, গ্রীষ্ম ,বর্ষা দাঁড়াবার জায়গা নেই তারা আবাস যোজনা বাড়ি থেকে বঞ্চিত। তাই আমাদের অনুরোধ দল-মত নির্বিশেষে যারা আবাস যোজনার বাড়ি পাওয়ার যোগ্য তারা যেন বাড়ি পান তাই আমাদের আজকে বিক্ষোভ কর্মসূচি।

বাইসনের হামলায় প্রাণ গেল ব্যক্তির

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: বাইসনের হামলায় প্রাণ গেল এক ব্যক্তির। শোকের ছায়া ডুয়ার্সের মোড়াঘাট রেঞ্জের খট্টিমারি ফরেস্ট লাগোয়া এলাকায়। পরিবার ও প্রশাসনিক সূত্রে খবর, গবাদিপশুর ঘাস কাটতে গিয়ে এদিন আচমকায় বাইসনের হামলার শিকার হয় ওই ব্যক্তি। প্রশাসন সূত্রে খবর, মৃত ওই ব্যক্তির নাম সুমারু মোহাম্মদ (৬৮)। তিনি জলপাইগুড়ি বনবিভাগ এর খট্টিমারি বিট সংলগ্ন দক্ষিণ শালবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। মোরাঘাট রেঞ্জ এর বন কর্মীরা লাগাতার সচেতনতামূলক প্রচার চালানোর পরেও জঙ্গল লাখোয়া এলাকার মানুষজন প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে এভাবেই কখনো জ্বালানি কাঠের খোঁজে তো কখনো গবাদি পশুর ঘাস কাটতে জঙ্গলে প্রবেশ করে। আর আজও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। যার কারণে প্রাণ হারাতে হলো ব্যক্তিকে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় ওই ব্যক্তি। স্থানীয় গ্রামবাসী নজরুল ইসলাম বলেন, এদিন ওই ঘটনাস্থলেই আরো এক ব্যক্তি গুরুতর জখম অবস্থায় দেখতে পাওয়ার পর দ্রুত তাকে বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার তলে বনদপ্তর এর কর্মীরা। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

আহিরনে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের সুতি থানার আহিরন জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা। ডাম্পারের সঙ্গে অটোর সংঘর্ষে মৃত দুই যাত্রীর। গুরুতর জখম আরো চার যাত্রী। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যে সৃষ্টি ছড়ায় মুর্শিদাবাদের সুতি থানার আহিরণ ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম আমিন সেখ (৫২) এবং সেলিনা বেওয়া। তাদের মধ্যে আমীন সেখের বাড়ি সুতি থানার হিলোরা এলাকায় এবং সেলিনা বেওয়ার বাড়ি সুতি থানার সাজুর মোড় এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, এদিন জঙ্গিপুরের দিক থেকে ফরাক্কার দিকে যাচ্ছিল একটি অটো। অপরদিকে মালদার দিক থেকে জঙ্গিপুরের দিকে যাচ্ছিল ডাম্পার। রাস্তার কাজ চলায় এক লেন দিয়েই গাড়ি চলাচল হচ্ছিল। তখনই কার্যত যাত্রীবাহী অটোকে ধাক্কা মারে ডাম্পার। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের।

রোগী মৃত্যু ঘিরে সিউড়ি বেসরকারি হাসপাতালে ভাঙচুর, উত্তেজনা

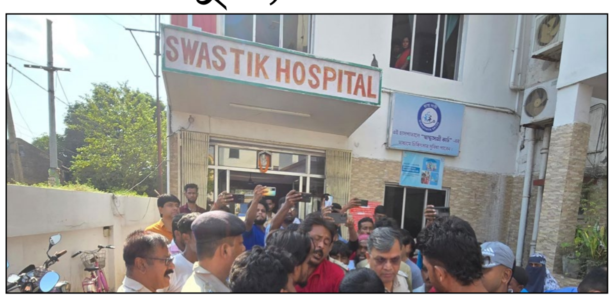

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সোমবার জেলা সদর সিউড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে রোগী মৃত্যু ঘিরে চরম উত্তেজনা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় চলে ভাঙচুর। ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে মৃতের পরিবারের অভিযোগ। পরিবার সূত্রে জানা যায় প্রায় সাত দিন আগে সিউড়ির ডাঙ্গালপাড়ায় অবস্থিত স্বস্তিক নামে একটি বেসরকারি হাসপাতালে হাঁটু ভাঙ্গা নিয়ে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন দুবরাজপুর থানার ঘাটগোপালপুর গ্রামের নেফাজুল খান। গত রবিবার দিন নেফাজুলের হাঁটুর অপারেশন হয় উক্ত হাসপাতালে। তার পর থেকেই নেফাজুল খানের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে এবং সোমবার দিন তার মৃত্যু হয়। নেফাজুলের পরিবারের অভিযোগ ভুল চিকিৎসার ফলেই এই মৃত্যু হয়েছে। মৃতার পরিবারের লোক জানিয়েছেন তিনি বেশ সুস্থ ছিলেন। কিন্তু ডাক্তারদের ভুল চিকিৎসার ফলেই মৃত্যু হয়েছে। রোগী মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরই গ্রামের লোকজন সেখানে এসে জড়ো হয় এবং সেখানে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হয় সিউড়ি থানার পুলিশ। কিন্তু উত্তেজিত জনতা নার্সিংহোমে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। আইসিইউ, রিসেপশন সহ হাসপাতালের সর্বত্র মৃতের পরিবারের লোকজন ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আবাস দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কান্দি ব্লকে বিডিও ডেপুটেশন এবং এক প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করে কান্দি ব্লক যুব কংগ্রেস। এই কর্মসূচিতে মুর্শিদাবাদ জেলা যুবকংগ্রেসের সভাপতি তৌহিদুর রহমান (সুমন) এবং অন্যান্য নেতৃত্ব সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন জেলার যুব সাধারণ সম্পাদক অর্ণব এবং কান্দি ব্লক দক্ষিণ যুব সভাপতি ভাই পরিমলও কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাদের সাথে কান্দি ব্লকের একাধিক যুব কংগ্রেস কর্মীও উপস্থিত ছিলেন, যারা সকলে মিলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি দেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, কান্দি ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েতের তৃণমূল মেম্বার এবং প্রধানের বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ বারবার উঠে এসেছে। অভিযোগ করা হয় যে, নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে এই নেতারা কান্দি ব্লকের বেশ কয়েকজনের আবাস যোজনার টাকা নিজেদের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করেছেন। ফলে প্রকৃতপক্ষে সচ্ছতা এবং স্পষ্টতার সঙ্গে যাদের নাম নথিভুক্ত করা উচিত তারা দিনকে দিন বঞ্চিত হচ্ছেন। এছাড়াও, যারা আবাস যোজনার বাড়ি পেয়েছেন তাদেরকে বাড়ি তৈরী করার জন্য যে লেবার এবং মিস্ত্রি বাবদ টাকা দেওয়া হয়, উক্ত টাকা কান্দি ব্লকে আবাস ধারক একজন ব্যক্তিকেও প্রদান করা হয়নি।

চুঁচুড়ার কিশোরের অপারেশনের দায়িত্ব নিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: চুঁচুড়া বিধানসভার দক্ষিণ নলডাঙ্গার দশ বছরের কিশোর সাগর কর্মকারের জীবনে আলো দেখালেন মুখ্যমন্ত্রী, বিদ্যামন্দির স্কুলের ছাত্র সাগর কর্মকার বছরখানেক আগে এক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন। সেদিন মায়ের সাথে বাইরে খেলতে গিয়ে একটি মোটরবাইকের সাথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সাগরের পা ভেঙে যায়। সেসময়ে চুঁচুড়ার অজন্তা সেবা সদন নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলে, স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের মাধ্যমে অপারেশনের খরচ মিটিয়ে তার পায়ে একটি প্লেট বসানো হয়।

এক বছর পরে প্লেটটি বের করতে গেলে আবারও বাধার সম্মুখীন হন সাগরের মা, মিনতি কর্মকার। অজন্তা সেবা সদন নার্সিংহোমে জানতে পারেন, স্বাস্থ্য সাথী কার্ডে প্লেট অপসারণের কোনো সুবিধা নেই এবং এটি করতে বেশ খরচ হবে। দিশেহারা হয়ে চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানান মিনতি দেবী।

অসিত মজুমদার, ঘটনাটি শোনার পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন করেন ছেলেটির সাহায্যের ব্যবস্থা করতে। কয়েক দিনের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে চিঠি আসে অজন্তা সেবা সদন নার্সিংহোমে, যাতে জানানো হয়, সাগরের অপারেশনটি মুখ্যমন্ত্রীর তহবিল থেকে সম্পন্ন করা হবে।

অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের সহায়তায় সাগরের পায়ের প্লেট অপসারণের অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এই সাহায্য পেয়ে সাগরের মা মিনতি দেবী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভগবানের আসনে বসিয়েছেন এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সাগর ও তার পরিবার মুখ্যমন্ত্রীর এই মানবিক সহায়তায় অত্যন্ত উপকৃত এবং খুশি হয়েছেন।

শিক্ষার জ্বলন্ত প্রদীপ হিসেবে এগিয়ে চলেছে কালিয়াচকের বিকাশ মিশন

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: মালদা জেলার শিক্ষার হাব কালিয়াচক। এই কালিয়াচকে বহু উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিড়ে আরো এক মনুষ্য জাতির মূল মন্ত্রে শিক্ষার্থীদের দীক্ষিত করতে এবং বর্তমান বিশৃংখল সমাজে সঠিক পথ দেখাতে কালিয়াচকের সাহাবাজপুর মাস্টারপাড়ায় গড়ে উঠেছে বিকাশ মিশন। এই বিকাশ মিশন এক দশক পেরিয়ে এক শিক্ষার জ্বলন্ত প্রদীপ হিসেবে নিজেদের প্রচেষ্টাতে কোন রূপ শৈথিল্য করেনি তার প্রমাণ বিগত বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে রাজ্যে দশম স্থান অধিকার ধ্রুবজ্যোতি মন্ডলের (২০২৪) ও ফাইজ মাসুদের (২০২২)। এছাড়াও তামান্না নুরজাহান (২০২৩) মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বর ৬৭৪, শিরিন পারভীন (২০২০) সালের মাধ্যমিকে প্রাপ্ত ৬৭৯ নম্বর। এই বিকাশ মিশনের বিশেষত্ব অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের যেভাবে পঠন-পাঠন দেওয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের পুঁথিগত শিক্ষাদানের পাশাপাশি নৈতিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাদান, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে পড়াশোনার ব্যবস্থা, দুস্থ ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, প্রতিটি শিক্ষাবর্ষে তিনটি পার্বিক দুটি ডেভেলপমেন্ট টেস্ট ও সাপ্তাহিক টেস্ট এবং সারপ্রাইজ টেস্টের ব্যবস্থা, প্রতিটি পার্বিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের বাছাই করে তাদের মেধার ভিত্তিতে রবিবার করে রেমিডিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা, দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত চারটি পরীক্ষা স্পেশাল এভালুয়েশন, সাইন্স এভালুয়েশন, শর্ট ইনহান্সমেন্ট, স্টার এলিজিবিলিটি টেস্ট নেওয়া হয়। এছাড়াও রয়েছে সম্পূর্ণ নতুনরূপে পূর্ণাঙ্গ স্মার্ট ক্লাসরুমের ব্যবস্থা, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষাদান, ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল প্রভৃতি খেলাধুলা ও শরীরচর্চার জন্য নিজস্ব মিশনের খেলার মাঠ রয়েছে। প্রতিবছর বিকাশ দর্পণ নামে ম্যাগাজিন যেখানে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের বাংলা ও ইংরেজি কবিতা, গল্প ও সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার ছাপানো হয়। বিকাশ মিশনের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ জুলফিকার আলী, সম্পাদক আতিকুর রহমান, সভাপতি সাফিউর রহমান আনসারি, পরিচালক সাদেক আলী, সহ প্রধান শিক্ষক রাইসুদ্দিন আহমেদ, সদস্য মোঃ হাফিজুদ্দিন, আসাদুল হক ও মুকাদ্দার সেখ সহ সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও সকলের সহযোগিতায় এই বিকাশ মিশনের সফলতা। মিশনের প্রধান শিক্ষক জুলফিকার আলী বলেন, আমরা ২০১২ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির কাজ ও অনেক গুণীজনদের সাহায্য সহযোগিতায় কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শুরু হয় পঠন পাঠন। শুরু হয় কর্তৃপক্ষের প্রতিটি সদস্যদের রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম। তবে আজ ২০২৪ শে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে আমাদের এই সেই পরিশ্রম বিফলে যায়নি। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতি বছর সফলতার শিখরে পৌঁছাচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বোর্ডে এক থেকে দশের মধ্যে বেশ কয়েকবার দখল করেছে। আমাদের এই মিশন থেকে পড়াশোনা করে যাওয়া অনেক ছাত্র-ছাত্রী এখন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। খুব ভালো লাগে এবং মনটা আনন্দে ভরে ওঠে যখন আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের এইসব সফলতার খবর শুনি।

রেফারি বড় ভুল করেছেন, বার্সার হারের পর ফ্লিক

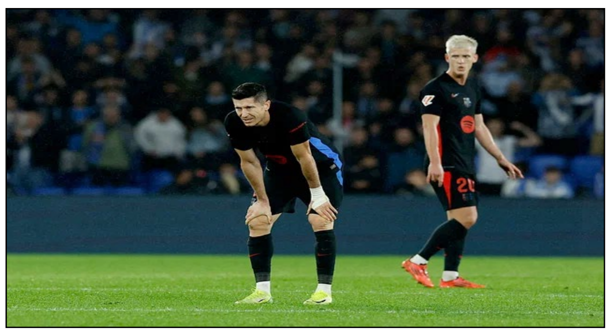

আপনজন ডেস্ক: লা লিগায় মৌসুমের দ্বিতীয় হারের তেতো স্বাদ পেল শীর্ষে থাকা বার্সেলোনা। গতকাল রাতে নাটকীয় ও ঘটনাবহুল ম্যাচে রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে বার্সার হার ১-০ গোলে। ম্যাচ হারের পর সরাসরি রেফারির দিকে অভিযোগের তির ছুড়েছেন বার্সা কোচ হান্সি ফ্লিক। বলেছেন, রেফারির 'বড় ভুলের' কারণেই হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে তাদের। বার্সার এই হারে কিছুটা স্বস্তি ফিরবে রিয়াল মাদ্রিদে। এল ক্লাসিকোতে বার্সার বিপক্ষে বিধ্বস্ত হওয়ার পর একপর্যায়ে ৯ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েছিল সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর ক্লাবটি।

এখন সেই ব্যবধান নেমে এসেছে ছয়ে। তবে বার্সার চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলেছে তারা। অর্থাৎ পরের ম্যাচটিতে জিতলেই সমান ম্যাচে পয়েন্টের ব্যবধান নেমে আসবে তিনে। বর্তমানে ১৩ ম্যাচ শেষে বার্সার পয়েন্ট ৩৩। এক ম্যাচ কম খেলে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ দুইয়ে।

সোসিয়েদাদের মাঠে গতকাল রাতে খেলা শুরুর আগেই দুঃসংবাদ পায় বার্সা। আগের ম্যাচে চোটে পড়ায় দল থেকে ছিটকে গেছেন দলের অন্যতম সেরা তারকা লামিনে ইয়ামাল। স্প্যানিশ এই উইঙ্গারকে হারিয়ে বার্সা যেন নিজেদের ধারও হারিয়ে ফেলে। পুরো ম্যাচে ১১টি শটি নিয়ে কোনোটিই লক্ষ্যে রাখতে পারেনি তারা। লা লিগায় ১০ মৌসুমের মধ্যে এই প্রথম এমন বিব্রতকর পরিসংখ্যানের সাক্ষী হলো বার্সা। বার্সার লক্ষ্যে শট নিতে না পারা দিনে ম্যাচের ৩৩ মিনিটে সোসিয়েদাদের হয়ে ম্যাচের একমাত্র গোলটা করেন শেরাল্ডো বেকের।

এদিন ম্যাচ শেষে জয় পরাজয় ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে ১৩তম মিনিটে ভিএআরে রবার্ট লেভানডফস্কির গোল বাতিলের সিদ্ধান্ত। ম্যাচ শেষে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বার্সা কোচ ফ্লিক বলেছেন, 'আমি ছবিটি দেখেছি এবং সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল। এটা বৈধ গোল ছিল। বাতিল করাটা পাগলামি হয়েছে। গোলটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। তবে এটা আমাদের মেনে নিতে হবে। আমাদের রেফারিকে দোষ দেওয়া উচিত হবে না। আমরা সবাই মানুষ, আমাদের সবারই ভুল হয়। আজকের ভুলটা বড় ছিল।'

রেফারির ভুলের কথার বলার পাশাপাশি নিজেদের পারফরম্যান্স নিয়েও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এই জার্মান কোচ, 'এই হারের দায় আমাদের। আমরাই দায়ী। আমরা এর চেয়ে ভালো খেলতে পারি।' এ সময় ইয়ামালকে মিস করার কথাও বলেছেন ফ্লিক, 'আমরা এখন লামিনে ইয়ামালকে মিস করছি। আমি জানি না আন্তর্জাতিক বিরতির পর সে ঠিকঠাকভাবে ফিরে আসতে পারবে কি না।'

মায়ামিতে দ্বিতীয় মৌসুম কেমন কাটল মেসির

আপনজন ডেস্ক: বছরের বাকি এখনো ৫০ দিন, মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) এবারের আসর শেষ হতে বাকি ২৬ দিন। তার আগেই ক্লাব মৌসুম শেষ লিওনেল মেসির! না, 'বুড়ো বয়সে' চোটজর্জর হয়ে পড়া মেসি নতুন করে চোটে পড়েননি। ইন্টার মায়ামি এমএলএস প্লে-অফ পর্বের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নেওয়াতেই তাঁর সামনে এল আগাম অবকাশ যাপনের সুযোগ। তবে এমন ছুটি তিনি নিশ্চয় চাননি! নিজেদের মাঠ চেজ স্টেডিয়ামে গতকাল মেসির গোলের পরও আটলান্টা ইউনাইটেডের কাছে 'অঘোষিত কোয়ার্টার ফাইনালে' ৩-২ গোলে হেরে গেছে ইন্টার মায়ামি। অথচ প্লে-অফের প্রথম রাউন্ডে মায়ামিই ছিল নিরঙ্কুশ ফেবারিট। রেগুলার সিজনে রেকর্ড ৭৪ পয়েন্ট তুলে সাপোর্টার্স শিল্ড জিতে নেয় মায়ামি, করে সর্বোচ্চ ৭৯ গোল। দুই কনফারেন্স মিলে শীর্ষে থাকার সুবাদে আগামী বছরের ক্লাব বিশ্বকাপেও জায়গা করে নেয় দলটি। বিপরীতে আটলান্টা ইস্টার্ন কনফারেন্স থেকে প্লে-অফ পর্বে ওঠে নবম হয়ে। তাদের পয়েন্ট ছিল ৪০। মানে মায়ামির চেয়ে ৩৪ কম। প্লে-অফের প্রথম রাউন্ডে জায়গা করে নেওয়ার আগে ওয়াইল্ড কার্ড রাউন্ডের বাধা পেরিয়ে আসতে হয় তাদের। শুধু কি তাই? আটলান্টা ইউনাইটেড তাদের পুরো স্কোয়াডকে বছরে বেতন দেয় ১৮২ কোটি ৬১ লাখ টাকা। মেসি ইন্টার মায়ামির কাছ থেকে একাই পান ২৪৫ কোটি টাকা। লুইস সুয়ারেজ, সের্হিও বুসকেতস, জর্দি আলবার মতো তারকাদের পারিশ্রমিকের হিসাবটা না হয় বাদই থাকল। সেই আটলান্টার বিপক্ষে শুরুতে এগিয়ে গিয়েও এমএলএস থেকে বিদায় অনেকের চোখেই আসরের ইতিহাসে অন্যতম বড় অঘটন।

ইন্টার মায়ামির হয়ে এই মৌসুমে ২৫ ম্যাচে ২৩ গোল করেছেন মেসি, সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ১৩ গোল। চোটের কারণে ও জাতীয় দল আর্জেন্টিনার খেলা থাকায় মিস করেছেন ২০ ম্যাচ। এই অঘটনে টুর্নামেন্টের বাকি অংশ নিয়ে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে কিছুটা হলেও আগ্রহের ভাটা পড়বে, তা বলাই বাহুল্য। কারণ, মেসি গত বছর মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল-অর্থনীতি খোলনলচে বদলে গেছে। এমএলসের জনপ্রিয়তাও বেড়ে গেছে কয়েক গুণ। মেসির ম্যাচ মানেই যেন টিকিটের জন্য হাহাকার। মায়ামিতে নিজের প্রথম মৌসুমে ১৪ ম্যাচে ১১ গোল করেন মেসি। সতীর্থদের দিয়ে করান ৫ গোল। সেবার দলকে এনে দেন লিগস কাপের ট্রফি, যা ডেভিড বেকহামের মালিকানাধীন ক্লাবটির ইতিহাসের প্রথম শিরোপা। এবার মেসি ম্যাচ খেলেছেন আরও বেশি, গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন বেশি। কিন্তু ট্রফি ওই একটিই। যদিও সাপোর্টার্স শিল্ডকে শিরোপা বলার চেয়ে স্বীকৃতি বলাই শ্রেয়।

ইন্টার মায়ামি মোট ৪৫ ম্যাচ খেলে এবারের মৌসুম শেষ করল। তবে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মেসি খেলতে পেরেছেন ২৫ ম্যাচ। অর্থাৎ, মিস করেছেন ৪৪.৪৫% ম্যাচ। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক এবার এমএলএসে মাঠে নেমেছেন ২২ বার, কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে ৩ বার। এ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তাঁর গোল ২৩টি, গোলে সহায়তা ১৩টি। তবে গতবার মেসির হাত ধরে যে লিগস কাপ জিতেছিল মায়ামি, সেই টুর্নামেন্টে এবার তিনি খেলতেই পারেননি।

স্টাবস-কোয়েটজিতে ম্লান বরুণের ৫ উইকেট, সমতা ফেরাল দক্ষিণ আফ্রিকা

আপনজন ডেস্ক: শুধু ডাম্বুলাতেই নয়, রোববার নাটক জমেছিল ভারত মহাসাগরের ওপর পাড়ে পোর্ট এলিজাবেথেও। সেন্ট জর্জেস পার্কে স্বল্প রানের আরেকটি নাটকীয় ম্যাচে ভারতকে ৩ উইকেটে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। চার ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ভারত করেছিল ৬ উইকেটে ১২৪ রান। ৮৬ রানে ৭ উইকেট হারালেও এক ওভার হাতে রেখেই ম্যাচটি জিতে যায় প্রোটিয়ারা।

প্রোটিয়াদের জয়ের নায়ক ট্রিস্টান স্টাবস ও জেরাল্ড কোয়েটজি। ৮৬ রানে ৭ উইকেট খোয়ানোর পর ভারতীয়দের হতাশ করে অষ্টম উইকেটে ৪২ রানের জুটি গড়েন দুজন। চারে নামা স্টাবস ৪১ বলে ৪৭ রানে ও নয়ে নামা কোয়েটজি ৯ বলে ১৯ রান করে অপরাজিত ছিলেন।

ভারতকে জয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন লেগ স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। ৪ ওভারে ১৭ রান দিয়ে ৫ উইকেট নিয়ে ১৩তম ওভারেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৬৬/৬ বানিয়ে দিয়েছিলেন বরুণ। টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে প্রথমবার ৫ উইকেট নেওয়া বরুণ হ্যাটট্রিকের সুযোগও পেয়েছিলেন।

স্টাবস-কোয়েটজিরা যখন জুটি বাঁধেন ২৬ বলে ৩৯ রান দরকার দক্ষিণ আফ্রিকার। ১৭তম ওভারে অর্শদীপকে ছক্কা মেরে সমীকরণটা কিছুটা সহজ বানিয়ে ফেলেন কোয়েটজি। ওই ওভারের শেষ বলে চার মারেন স্টাবসও। ৩ ওভারে ২৫ রান, এমন সমীকরণে আবেশ খানের করা পরের ওভারের প্রথম দুই বলেই চার মারেন কোয়েটজি। ওভার শেষে ১২ বলে ১৩ রান দরকার পরে প্রোটিয়াদের। অর্শদীপের করা ১৯তম ওভারে চারটি চার মেরে সমীকরণটা মিলিয়ে ফেলেন স্টাবস।

এর আগে ভারতের ইনিংসে ৪৫ বলে সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। এ ছাড়া অক্ষর প্যাটেল ২১ বলে ২৭ ও তিলক বর্মা ২০ বলে ২০ রান করেন।

ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে পন্টিংয়ের এত মাথাব্যথা কেন, প্রশ্ন গম্ভীরের

আপনজন ডেস্ক: টেস্ট ক্রিকেটের সবচেয়ে মর্যাদপূর্ণ সিরিজগুলোর একটি বিবেচনা করা হয় বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিকে। অস্ট্রেলিয়া-ভারতের সেই সিরিজ শুরু হতে দুই সপ্তাহও বাকি নেই। দুই দেশের দুই কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান অ্যালান বোর্ডার ও সুনীল গাভাস্কারের নামে নামকরণ করার পর এবারই প্রথম ৫ ম্যাচের সিরিজ হতে যাচ্ছে। কিন্তু সিরিজ শুরুর আগে ভারতের জন্য অন্যতম দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে শীর্ষ দুই ব্যাটসম্যান রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির ছন্দহীনতা। টেস্টে সর্বশেষ ১০ ইনিংসে রোহিতের রান ১৩৩, কোহলির ১৯২। দুজনেরই ফিফটি মাত্র একটি করে। ভারত জিতলে না হয় ব্যাট হাতে রোহিত-কোহলির ছন্দহীনতা কিছুটা হলেও আড়ালে পড়ে যেত। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে নিজেদের মাটিতে ভারত যেভাবে অপদস্থ হয়েছে, তাতে দুজনের সাম্প্রতিক ব্যাটিং পরিসংখ্যান আরও বেশি করে সামনে আসছে। রোহিত-কোহলির রানখরা রিকি পন্টিংয়েরও নজর এড়ায়নি। বিশেষ করে কোহলির ফর্ম নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি অধিনায়ক। বিশ্ব ক্রিকেটের হালচাল নিয়ে আইসিসির সাপ্তাহিক আয়োজন 'আইসিসি রিভিউ'-এর সর্বশেষ পর্বে পন্টিং বলেছেন, 'সেদিন বিরাটের (কোহলির) একটি পরিসংখ্যান দেখলাম। এটা বলছে, সে গত পাঁচ বছরে টেস্টে মাত্র দুটি সেঞ্চুরি করেছে। এটা আমার কাছে সঠিক মনে হয়নি। কিন্তু এটা যদি সঠিক হয়, তাহলে তা

উদ্বেগজনক।' পন্টিং আরও বলেন, 'আমার মনে হয় (কোহলির জায়গায়) অন্য কেউ হলে এমন পরিসংখ্যান নিয়ে একজন টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলে যেতে পারত না।' ২০২০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত টেস্টে মাত্র দুটি সেঞ্চুরি করেছেন কোহলি। দুটিই গত বছর। একটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে, অন্যটি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। পন্টিং আসলে সেটাই মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু কোহলিকে নিয়ে এ ধরনের কথাতেই কিছুটা চটেছেন ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর। অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে ভারতের প্রধান কোচ আজ সংবাদ সম্মেলনে পন্টিংয়ের কথার প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে পন্টিংয়ের এত মাথাব্যথা কেন? তাঁর উচিত অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট নিয়ে ভাবা। সবচেয়ে বড় কথা, রোহিত ও কোহলিকে নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন নই।' রোহিত-কোহলি সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন—এমনটাই মনে করেন গম্ভীর, 'আমি মনে করি ওরা মানুষ হিসেবে খুব শক্তিশালী। ওরা ভারতের ক্রিকেটের জন্য অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। আমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, ওরা এখনো কঠিন পরিশ্রম করে যাচ্ছে, নিবেদন দেখিয়ে চলেছে এবং আরও সাফল্য পেতে ক্ষুধার্ত হয়ে আছে।' ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ধবলধোলাই হওয়ার দুস্মৃতি ভুলে শুধু অস্ট্রেলিয়া-জয়ের ব্যাপারে ভাবছেন গম্ভীর, 'ড্রেসিংরুমের সবাই ভালো করার ব্যাপারে আশাবাদী। আমার মনে হয়েছে পুরো দলই ক্ষুধার্ত। বিশেষ করে সর্বশেষ সিরিজে যা হয়েছে, এরপর সবার মধ্যে ভালো করার তাড়না আরও বেড়েছে।' পন্টিং রোহিত-কোহলির সমালোচনা করলেও তাঁর একসময়ের সতীর্থ মাইকেল হাসি কিন্তু ভারতীয় দুই ব্যাটসম্যানের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ফক্স ক্রিকেটকে আজ হাসি বলেছেন, '(রোহিত-কোহলির মতো) চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়ের শেষ দেখে ফেলার চেয়ে বোকামি আর হয় না। অনেক সমালোচিত হয়ে খেলেতে নেমেও ওরা ভালো পারফর্ম করেছে—অতীতে আমরা এমনটা বহুবার দেখেছি। আমার মনে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতেও ওরা ভালো করবে। ভারতীয় হিসেবে ও টেস্ট খেলোয়াড় হিসেবে ওরা গর্বিত। এরপরও আমি মনে করি অস্ট্রেলিয়াই ফেবারিট।'

অন্য দলগুলোর ওপর নির্ভর না করে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে হলে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতকে ৪-০ ব্যবধানে সিরিজ জিততে হবে। ২০১৪ সালের পর থেকে ভারত টানা চারবার বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি জিতেছে।

চূড়ান্ত পর্যায়ের ফুটবল খেলা ঘিরে টানটান উত্তেজনা কাঁকরতলায়

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলার খয়রাসোল ব্লকের কাঁকরতলা যুব আদর্শের সংঘের পরিচালনায় ৮ টি ফুটবল দলকে নিয়ে গত ৯ ই অক্টোবর তিনদিনের ফুটবল খেলা শুরু হয়। সোমবার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় এ টু জেড বীরভূম নওপাড়া ফুটবল দল ৩-০ গোলের ব্যবধানে সোরেন সিপাহী একাদশ ফুটবল দলকে পরাজিত করে বিজয়ী ঘোষিত হয়।পুরস্কার হিসেবে বিজয়ী দলের হাতে ৭০,০০০ টাকা ও ট্রফি এবং বিজিত দলের হাতে ৫০০০০ টাকা ও ট্রফি প্রদান করা হয়।এছাড়াও চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণকারী দুই দলের খেলোয়াড়দের পুরস্কৃত করা হয় বলে জানান যুব আদর্শ ক্লাবের

সদস্য শেখ মানা, শেখ সেলিম, শেখ আখতার, শেখ মহিবুল,শেখ মফিজুলরা। উপস্থিত অতিথিরা তাদের বক্তব্যে যুব সমাজের উদ্দেশ্যে বলেন মোবাইল ছেড়ে মাঠে এসো,শরীরচর্চা করো।খেলায় মন দাও,খেলা বা শরীরচর্চায় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে মন-মানসিকতা স্থির থাকে,শরীর গঠন হয়,একে অপরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্যা কামেলা বিবি, বড়রা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আলিননেশা খাতুন,অধ্যাপক দেবব্রত সাহা, সমাজসেবী মৃনালকান্তি ঘোষ,উজ্জ্বল হক কাদেরী, শ্যামল কুমার গায়েন,কাঞ্চন দে,সেখ জয়নাল প্রমুখ ব্যাক্তিবর্গ।

অস্ট্রেলিয়া-এর বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া-এর হয়ে মাঠে নামার আগে জুরেলের প্রস্তুতি তুঙ্গে

মারুফা ● কলকাতা

আপনজন ডেস্ক: জুরেল এবং কেএল রাহুল টিম ইন্ডিয়ার অন্যান্য খেলোয়াড়দের আগে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেছিলেন। যাইহোক, রাহুলের বিপরীতে, যিনি দুটি শক্তিশালী অনুশীলন সেশন সত্ত্বেও ভারত A ম্যাচে এমসিজিতে হেরে গিয়েছিলেন, কিপার-ব্যাটসম্যান জুরেল উভয় ইনিংসেই স্থিতিস্থাপক পারফরম্যান্স প্রদান করেছিলেন। যখন দলের বাকি ব্যাটসম্যানরা পিচ থেকে বাউন্স এবং মুভমেন্ট বেড়ে যাওয়ায় সমস্যার সম্মুখীন হন। ভারত A MCG-তে পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু জুরেল ৪০ এবং ৬৪ স্কোর দিয়ে মুগ্ধ করে, টিম ইন্ডিয়া ম্যানেজমেন্টকে একটি শক্তিশালী বার্তা দিয়েছে। এটি এমন একটি বিষয় টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের অবশ্যই ফোকাস করতে হবে, বিশেষ করে নিউজিল্যান্ডের কাছে ০-৩ ব্যবধানে হারের পর। "মেলবোর্নে খেলা দুটি ইনিংস সত্যিই জুরেলের মেজাজ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিস্থিতিতেও

সংযত থাকার ক্ষমতা প্রদর্শন করে।" এটি শুধুমাত্র ভারত A ম্যাচেই নয়, এই বছরের শুরুতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রাজকোট এবং রাঁচি টেস্টে তার অভিষেক সিরিজের সময়ও ঘটেছিল, যেখানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্ব গঠনের সময় রান অবদান রেখেছিলেন। প্যাট কামিন্স এবং তার দলের বিপক্ষে সিরিজের ওপেনার হিসেবে নির্বাচিত হলে, জুরেল একজন বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান হিসেবে নির্বাচিত হবেন। বিশেষ করে, জুরেল দেখিয়েছেন যে তিনি সঙ্কটের সময় ধাপে ধাপে ও পারফর্ম করতে পারেন, একজন ব্যক্তি হিসেবে কাজ করে যিনি মিডল অর্ডারে কিছুটা স্থিতিশীলতা আনেন। তার শক্তিশালী রক্ষণের পাশাপাশি, জুরেল যে কোনও শিথিল সুযোগকে কাজে লাগাতেও নিশ্চিত করে। তার ইনিংস এবং অংশীদারি ভারতকে ম্যাচে পুনরায়□পরিচিত করেছিল।

রিয়াল কি সত্যিই রামোসকে ফেরাচ্ছে

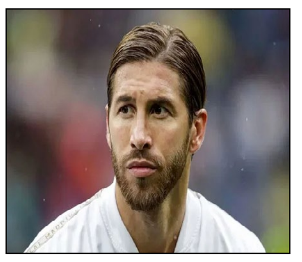

আপনজন ডেস্ক: রিয়াল মাদ্রিদের চোটজর্জর হওয়ার খবরটা পুরোনো। চোটের ধাক্কা সবচেয়ে বেশি লেগেছে দলটির রক্ষণভাগে। একের পর এক চোট রিয়ালের রক্ষণভাগকে একরকম অকার্যকর করে ফেলেছে।

কদিন আগে রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তিও স্বীকার করেছেন রক্ষণে সমস্যার কথা। সে সময় তিনি বলেছিলেন, 'যখন আপনার রক্ষণ দৃঢ় থাকবে না, যেকোনো মুহূর্তে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠতে পারে।' সেই জটিলতার মধ্য দিয়েই এখন যাচ্ছে ক্লাবটি।

এমনিতেই তারকাবহুল আক্রমণভাগের বিপরীতে রিয়ালের রক্ষণ অনেকটাই সাদামাটা। এর মধ্যে মৌসুমের শুরুতে রিয়ালের জন্য বড় ধাক্কা হয়ে আসে দলের অন্যতম সেরা তারকা দানি কারভাহালের চোট।

এরপর শনিবারের রাতের ম্যাচ দিয়ে মৌসুম শেষ গেছে এদের মিলিতাও ও লুকাস ভাসকেজের। এমনকি পরিস্থিতি একাডেমি থেকে উঠে আসা রাউল আসেনসিওকেও অভিষেক করিয়েছে দলটি। কিন্তু লম্বা পথ পাড়ি দিতে হলে এই রক্ষণভাগের ওপর ভরসা করার সুযোগ নেই। তাই পরিকল্পনায় না থাকার পরও জানুয়ারিতে নতুন ডিফেন্ডারের সন্ধানে নামতে হচ্ছে ক্লাবটিকে।

জানুয়ারিতে রিয়াল যেসব ডিফেন্ডারকে পাখির চোখ করেছে, তাঁদের অন্যতম আলেক্সান্দার আরনল্ড। বেশ আগে থেকেই লিভারপুলের এই ইংলিশ ডিফেন্ডারকে নিয়ে রিয়ালের আগ্রহের কথা শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জানুয়ারিতেই নাকি তাঁকে কিনতে চায় মাদ্রিদের ক্লাবটি। আরনল্ড নিজেই অবশ্য বেশ চোটপ্রবণ।

হেরে চলেছে মহমেডান, প্রবল চাপে কোচ চেরনিশভ

আপনজন ডেস্ক: বলা যেতে পারে, শনিবার যুবভারতীতে সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেছে মহামেডান। নয়জনের দলকে সামনে পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ সাদা-কালো ফুটবলাররা। এরপর স্বাভাবিকভাবেই কোচের উপর থেকে আস্থা হারাচ্ছেন সমর্থকরা। প্রথমে মোহনবাগানের কাছে হার, তারপর হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে ধরাশায়ী হওয়া এবং সবশেষে নয় জনের ইস্টবেঙ্গলকে সামনে পেয়েও গোল করতে না পারা। এখন তো কোচের স্ট্রাটেজি নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। আর এরপরের ম্যাচেই মহামেডানের প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু এফসি। সেই ম্যাচেও যদি এমন পারফরম্যান্স দেখা যায়, তাহলে কোচের ভবিষ্যত নিয়েই শুরু হয়ে যাবে টানাটানি। তবে এটাও ঠিক যে, সমস্যা আছে টাকাপয়সা নিয়ে। কারণ, এই মুহূর্তে যদি চেরনিশভকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে মহামেডানকে। যেটা এই মুহূর্তে একদমই দিতে চাইছেন না তারা। উল্লেখ্য, হায়দ্রাবাদ ম্যাচের পরেই কোচকে নিয়ে একটি দীর্ঘ বৈঠক হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে সমর্থকরাও আস্থা হারাচ্ছেন কোচের উপর থেকে। তারই প্রতিফলন দেখা গেছে চেরনিশভের নামে 'গো ব্যাক'স্লোগান ওঠায়। পুরো বিষয়টির উপর নজর রাখতে চাইছেন কর্তারা। আপাতত দলের ফুটবলারদের চারদিনের ছুটি দিয়েছেন চেরনিশভ। এই মুহূর্তে লিগ তালিকার একেবারে শীর্ষে রয়েছেন সুনীল ছেত্রীরা। এমন পরিস্থিতিতে পরবর্তী অ্যাওয়ে ম্যাচে মহামেডানের বিরুদ্ধে নামতে চলেছেন তারা। অন্যদিকে মহামেডান রক্ষণের অন্যতম ভরসা জোসেফ আদজেইও চোটের জন্য আপাতত মাঠের বাইরে আছেন। তিনিও যদি বেঙ্গালুরু ম্যাচে না ফিরতে পারেন, তাহলে যথেষ্টই চাপে থাকবেন মহামেডান কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**